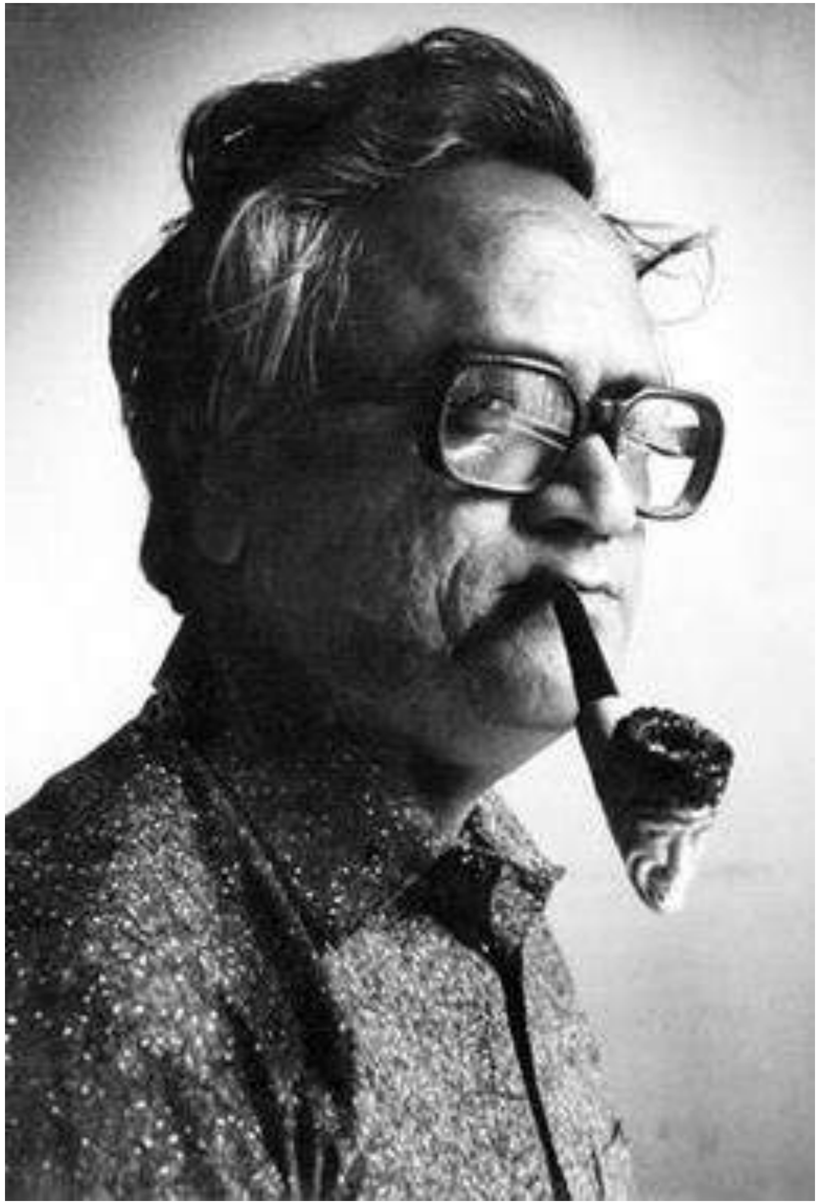

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে (মামার বাড়ি), পৈত্রিক নিবাস পাপাড়া, বগুড়া।

ডাকনাম : মঞ্জু । বাবা : বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস

মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ ঢাকা, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে।

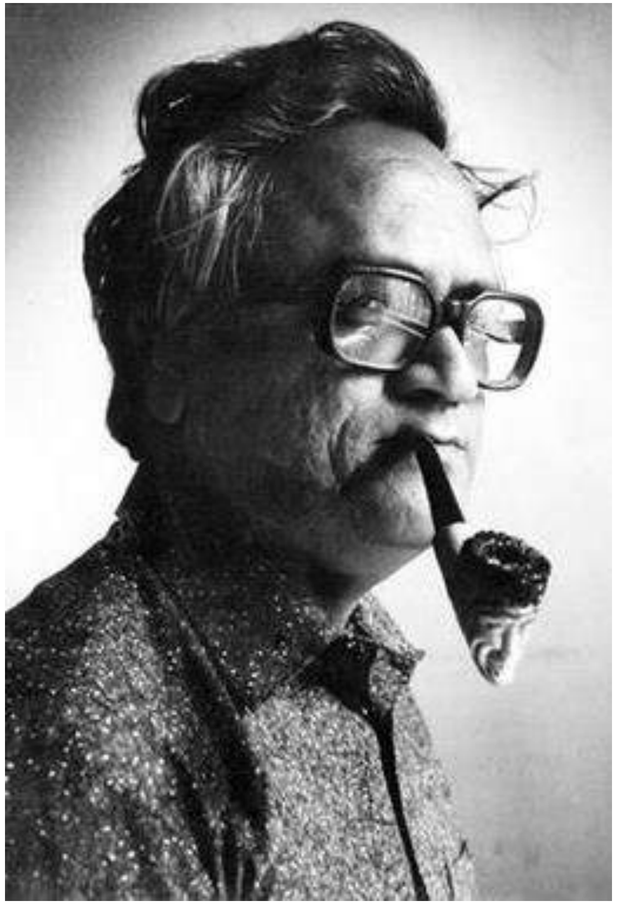

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সারা জীবনে তিনি সর্বমোট দুটি উপন্যাস লিখেছেন। একটি হল খোয়াবনামা আরেকটি চিলেকোঠার সেপাই। এই উপন্যাস দুটি নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে হলেও ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা থাকা চাই। পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক হাজার চুরাশির মা-এর লেখক মহাশ্বেতা দেবী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন “ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলেও আমি ধন্য হতাম”। এই লেখকের কাছ থেকে আমরা হয়ত আরো কিছু পেতাম। কিন্তু পাইনি ক্যানসার নামক রোগটার কারণে।

তাঁর স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায় তাকে ভুল চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। মা মারা যাওয়ার পরই ক্যানসার হয়েছিল তাঁর ডান পায়ে। পায়ে প্রচণ্ড ব্যাথা নিয়ে তিনি লিখছিলেন ‘খোয়াবনামা’। ভুল চিকিৎসার পর তার ঐ পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। তবে তার আগেই তিনি উপন্যাসটি শেষ করেছিলেন। পা কেটে ফেলার পর একবার তার এক ছাত্র তার ছবি তুলতে চাইলে তিনি তখনও রসিকতা করে বলছিলেন : “অ্যাই ঠিকভাবে তোলো যেন দুটো পা-ই ওঠে, নয়তো মানুষ তো আর বুঝবে না যে আমার পা টা আগেও ছিল”।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

- ২টি উপন্যাস
- ৫টি গল্পগ্রন্থ
- ১টি প্রবন্ধ সংকলন

২টি উপন্যাস

- চিলেকোঠার সেপাই
- খোয়াবনামা

উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই

চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭, প্রথম)

প্রেক্ষাপট-৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান।

চরিত্র : ওসমান, আনোয়ার ।

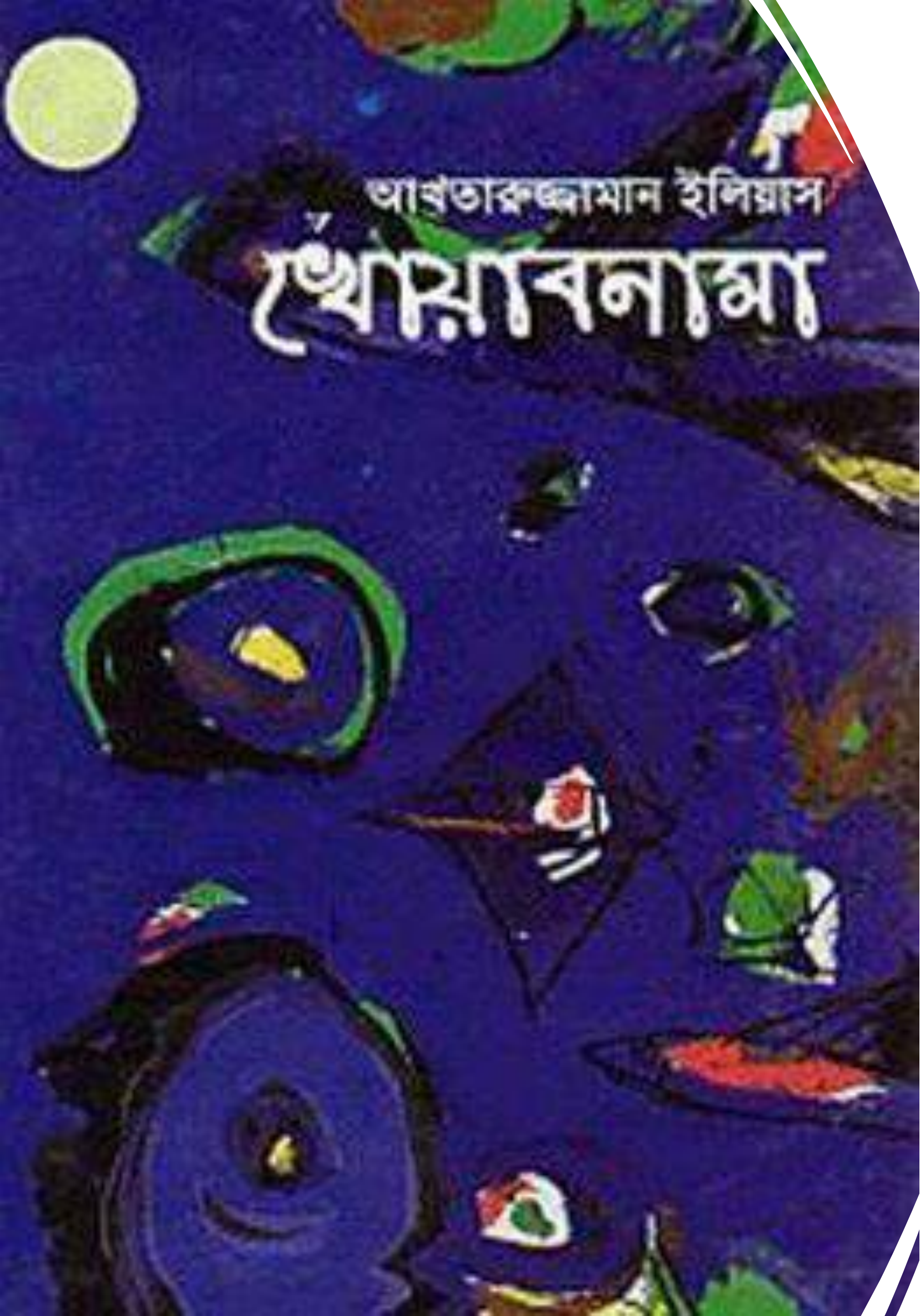

উপন্যাস

খোয়াবনামা (১৯৯৬) : মহাকাব্যোচিত উপন্যাস।

চরিত্র: তমিজ, তমিজের বাপ, ফকিরের নাতনী, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ ।

প্রেক্ষাপট : ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, আসামের ভূমিকম্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর ।

চিলেকোঠার সেপাই

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭)।

উপন্যাসের নায়ক ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতোটাই বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠায় বাস করাই ছিল যেন তার নিয়তি। উপন্যাসের মূল ঘটনাবলীর সাথে তার সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে।

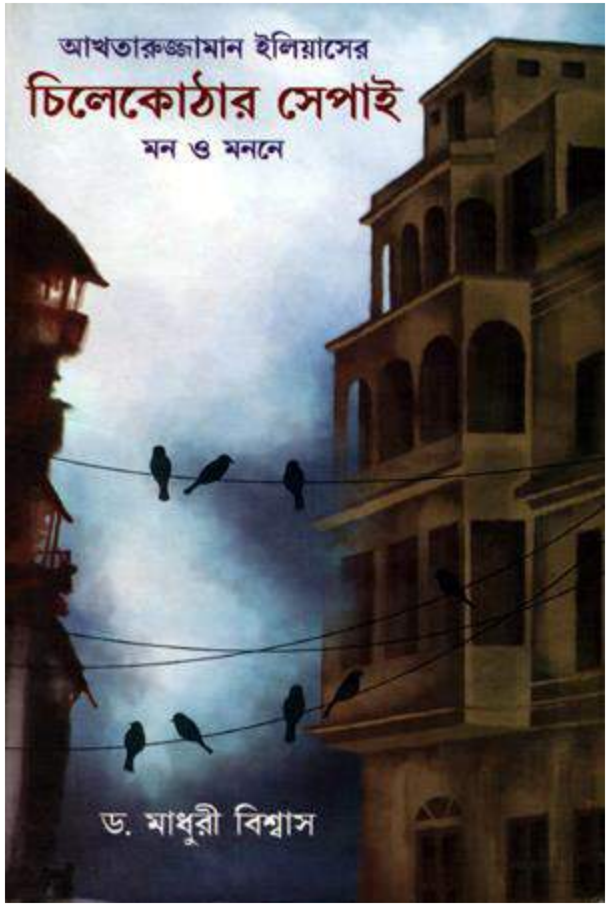

ওসমান চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্তরা উপরে উঠতে চায়, নিচে নামতে চায় না। ফলে আন্দোলন সংগ্রামে তাদের কাছে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ আশা করা যায় না। বিপরীতে দেখিয়েছেন প্রান্তের মানুষ হাড্ডিখিজির আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। **লেখক বুঝাতে চেয়েছেন হাড্ডি খিজিরদের মত নিম্নবিত্তদের দ্বারাই বিপ্লব সংগঠিত হয়।** কারণ তাদের আর হারাবার কিছু নাই।

খোয়াবনামা

- কাৎলাহার বিল নামের একটা বিলের কথা। প্রায় পুরো উপন্যাস জুড়ে এই বিলের দুইপাশের দুটি গ্রামের মানুষের কথা বলা হয়েছে। বিলের পুবপাশের গ্রামের নাম নিজগিরিরডাঙা আর পশ্চিমপাশের গ্রামের নাম গিরিরডাঙা। এই উপন্যাসের কাহিনী ১৯৪৬ থেকে শুরু হয়ে ১৯৪৯ এর দিকে গিয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে একে ভারত আর পাকিস্তান দুটি দেশে ভাগ করে দিয়ে যায় সে সময়টা। এইসব জনপদে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বিষয়ক বিভিন্ন শ্রুতি বা লোককথা, জোতদারি সমাজব্যবস্থা, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সংকট প্রবৃত্তি এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

- খোয়াব অর্থ স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাচতে পারে না। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের কুশীলবরা সবাই স্বপ্ন দেখে। শরাফত মণ্ডল স্বপ্ন দেখে আরো বেশি ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার, মণ্ডলের ছেলে আব্দুল কাদির স্বপ্ন দেখে স্বাধীন পাকিস্তানের। তমিজ টুকরো ধানী জমির। খোয়াব বা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় চেরাগ আলী ব্যবহার করে ছেঁড়াখোঁড়া একটি বই। আর এই ছেঁড়াখোঁড়া বইটি যেন বাঙালি জাতির 'খোয়াবনামা'। একটা জাতির প্রায় বারশ বছরের বিশ্বাস, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বিবরণ, বৈচিত্রপূর্ণ শ্লোক চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে এতে।

ছোটগল্প সংকলন

অন্য ঘরে অন্য স্বর ✓

খোঁয়ারী ✓

দুধভাতে উৎপাত ✓

দোজখের ওম ✓

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল ✓

অন্য ঘরে অন্য স্বর

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি একটি ছোটগল্পের সংকলন। এতে মোট ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল। এ গল্পগ্রন্থে প্রথমবারের মতো পুরনো ঢাকার জনজীবন বিশেষত্ব পেয়েছে।

- নিরুদ্দেশ যাত্রা
- উৎসব
- প্রতিশোধ
- যোগাযোগ
- ফেরারী
- অন্য ঘরে অন্য স্বর

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

এ গল্পে দেশের তিনটি ক্রান্তিকালীন মুহূর্তের গন্ধ পাওয়া যায়। যথাক্রমে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়, স্বাধীনতাযুদ্ধের চলমান প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জলছবি।

যুদ্ধে ঘটে যাওয়া খণ্ড খণ্ড কাহিনী, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সুবিধাভোগী একশ্রেণির মানুষের শোষণ চালানোর চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। **নাজির আলী ও লাল মিয়ার পাকিস্তানপ্রীতি এবং ইমানুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখানো যেন তৎকালীন বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে।** মুক্তিযুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল বলে ইমানুদ্দিনের স্ত্রীকে মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায়। নাজির আলী ও লালমিয়ার দোকানে কাজ করে ইমানুদ্দিনের ছেলে বুলেট। বুলেট স্বাধীন দেশ শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে। **তার স্বপ্ন এক সময় বাস্তবরূপ লাভ করে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।**

ছোটগল্প

১) অন্য ঘরে অন্য স্বর

২) পায়ের নিচে জল

৩) কীটনাশকের কীর্তি

৪) যুগল বন্দী

৫) ফোঁড়া

৬) কান্না

৭) মিলির হাতে স্টেনগান

৮) ফেরারী

৯) দুধভাতে উৎপাত

১০) নিরুদ্দেশ যাত্রা

১১) উৎসব

১২) প্রতিশোধ

১৩) যোগাযোগ

১৪) ফেরারী

১৫) দখল

১৬) অসুখ-বিসুখ

১৭) তারাবিবির মরদ পোলা

বিখ্যাত গল্প

(মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)

রেইনকোট

মিলির হাতে স্টেনগান

অপঘাত

জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল

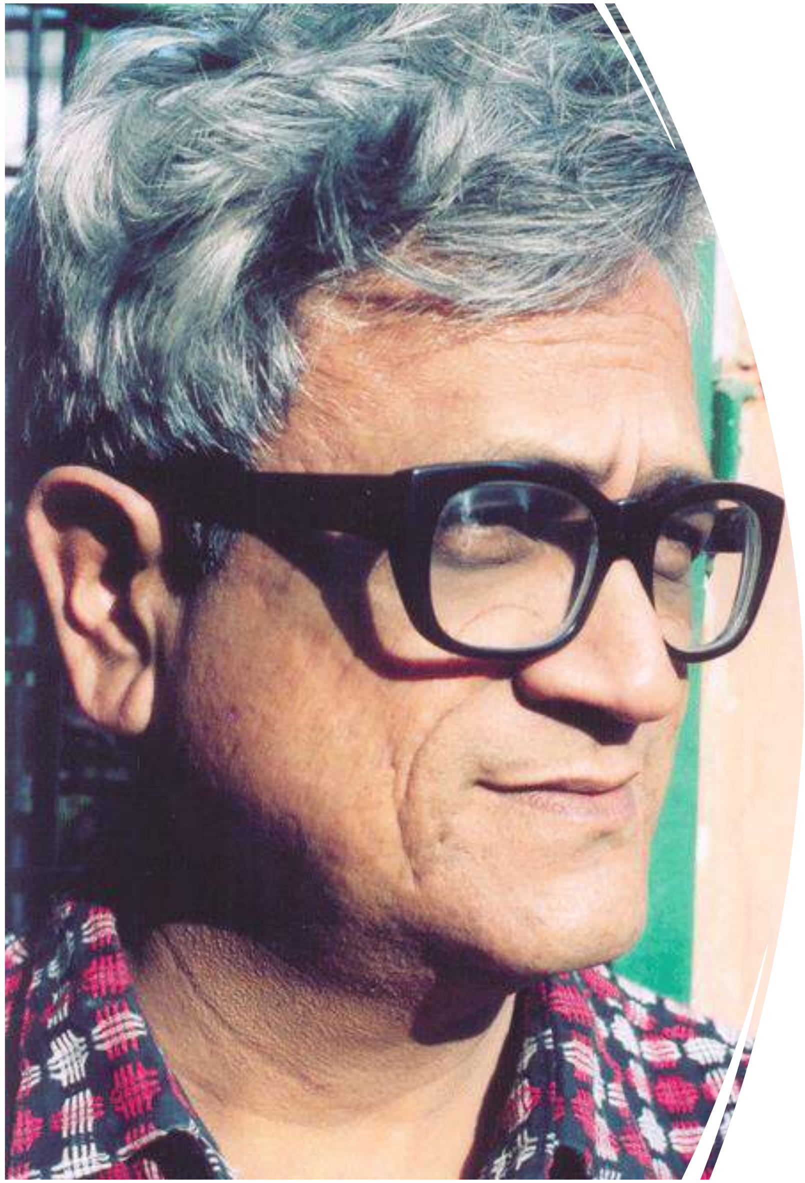

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোট গল্পের চরিত্র

১) **খোঁয়ারি :** সমরজিত, ইফতেখার, ফারুক, জাফর ।

২) **দোজখের ওম:** কামালউদ্দিন

৪) **ফেরারী:** ইব্রাহিম, হানিফ।

২) **দুধভাতে উৎপাত :** জয়নব ।

৫) **উৎসব :** আনোয়ার আলি, কাইয়ুম, হাফিজ।

P2A

প্রবন্ধ সংকলন

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু

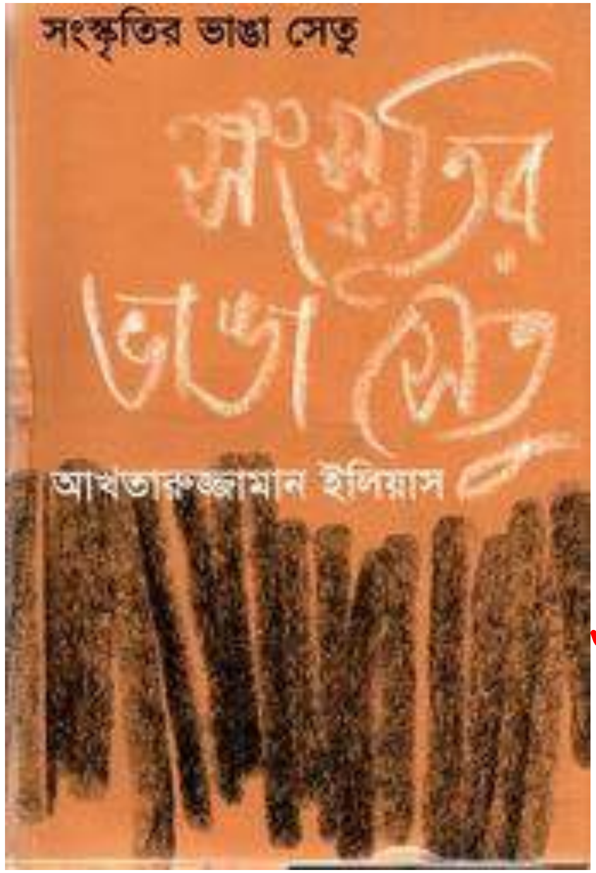

এতে ২২টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত

সংস্কৃতির সেতু ভাঙা থাকলে ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্র কোন পথে এগোবে, তার গন্তব্য কতটা ইতিবাচক হবে, তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে, উত্তরপ্রজন্মকে তার দেওয়ার মতো কা থাকবে, তার বৈশ্বিক যাত্রা কতটুকু গতিশীল হবে-এ জিজ্ঞাসাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে আসে। সংস্কৃতি, শিল্প সম্পর্কে একেবারে মৌলিক ধারণা এবং তার পরিব্যাপ্ত জানতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এ রচনা অনন্য।

লেখক খুব সহজ করে বাংলা সংস্কৃতিকে জানাতে এবং তার উল্টোপথে চলার নানান অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। সমাজের একেবারে গভীর থেকে মানুষকে দেখার ও তার সংস্কৃতিকে জানার বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে দক্ষ একজন মানুষ সেটি তার প্রতিটি প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু বলতে লেখক হয়ত বুঝাতে চেয়েছেন বাঙালির জীবনযাত্রায় সংস্কৃতি সম্যক চর্চারূপে না হয়ে প্রদর্শন ও নিদর্শনের চিহ্ন রূপে লক্ষিত হয় বলে তা লোকান্তরের যোগসূত্রের ভগ্নদশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

- জন্ম : ৬ মে ১৯৩২; নরসিংদী জেলার, রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে। মৃত্যু : ৩ জুলাই
- সৃষ্টিশীল ও সব্যসাচী লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশ দশকের কবি। কথাশিল্পী নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি পরিচিত ।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা : ফেরারী ডায়েরী (প্রবন্ধ) ।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

- মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা : ফেরারী ডায়েরী (প্রবন্ধ) ।
- নরকে লাল গোলাপ (১৯৭২, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক)
- প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানচিত্র' এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' (ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে)

স্মৃতিস্তম্ভ

‘মানচিত্র’ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ‘স্মৃতিস্তম্ভ’।

যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি পুলিশ কর্তৃক শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে তিনি রচনা করেন।

কাব্যগ্রন্থ

- মানচিত্র (১৯৬১)
- ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২)
- লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫)
- নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ (১৯৮৩)
- সাজঘর (১৯৯০)
- চোখ (১৯৯৬)

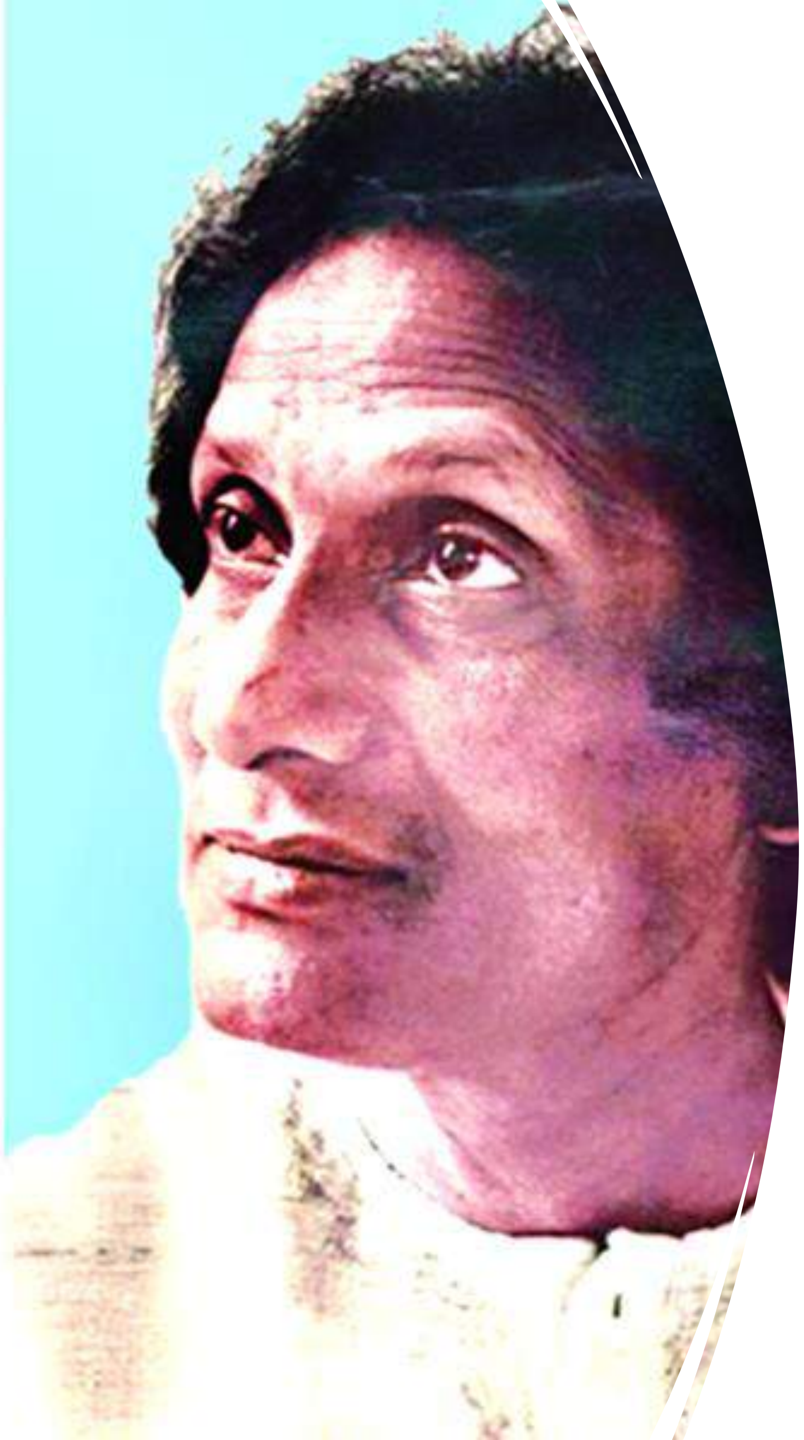

কবিতা

স্মৃতিস্তম্ভ, হাড়, কৃষকের গান,
এপিটাফ, অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা

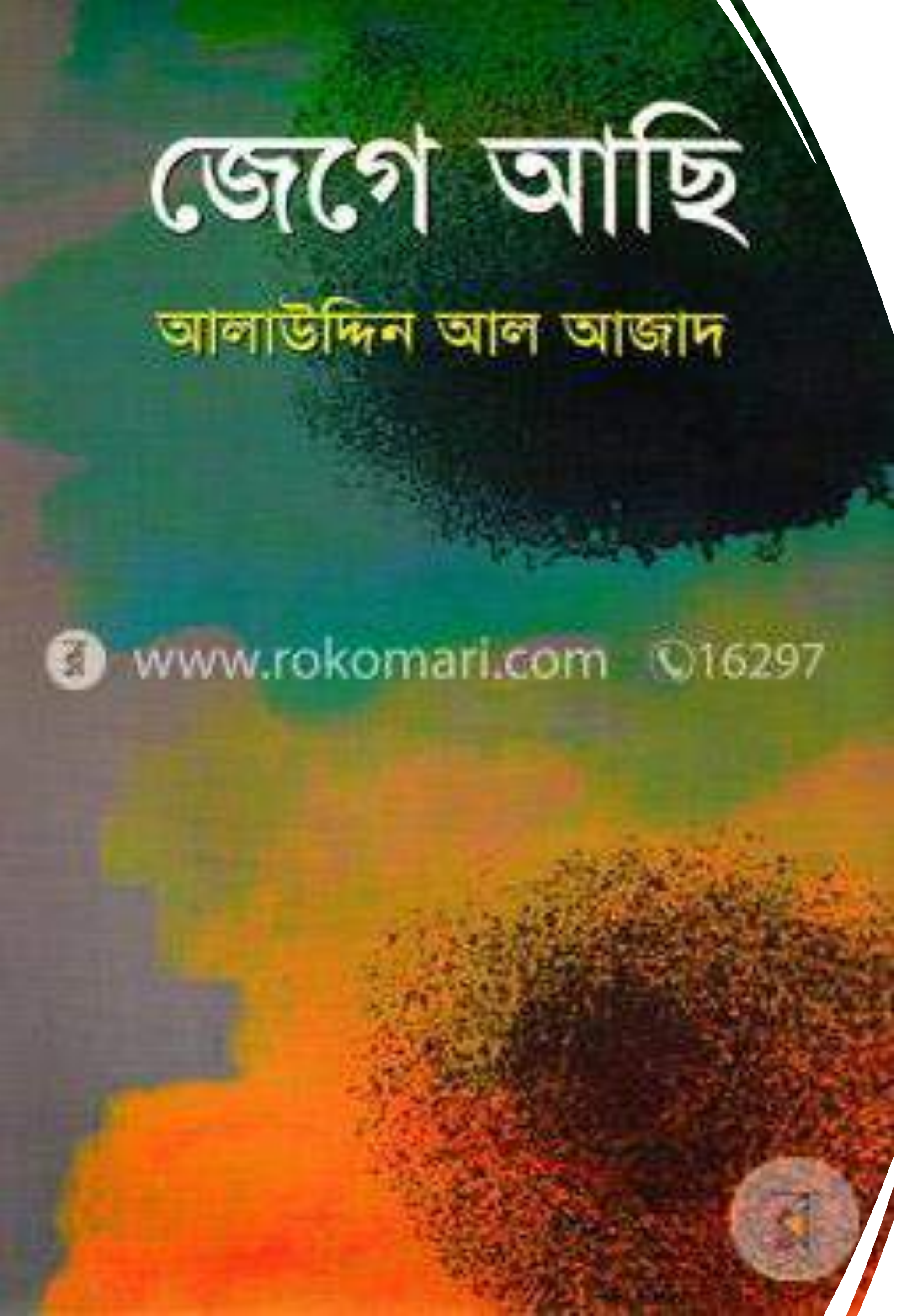

গল্পগ্রন্থ

- ✓ জেগে আছি (প্রথম)
- ✓ ধানকন্যা
- ✓ মৃগনাভি
- ✓ উজান তরঙ্গে

উল্লেখযোগ্য গল্প

- বৃষ্টি, সমতল, কবি, মৃগনাভি, পরী, জমাখরচ, বাঘিনী

উপন্যাস

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০) : ১ম উপন্যাস । মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এ উপন্যাস নিয়ে সুভাষ দত্তের নির্মিত 'বসুন্ধরা' চলচ্চিত্র ১৯৭৭ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

চরিত্র: জাহেদ, ছবি, জামিল

কর্ণফুলী: তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, উপজাতীয়দের জীবনকাহিনি অবলম্বনে

চরিত্র: আদিবাসী রাঙালিমা, প্রেমিক দেওয়ান পুত্র, জলি, রমজান, ইসমাইল

ক্ষুধা ও আশা : যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সামাজিক অবস্থায় সংগ্রামী মানুষের চিত্র।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (১৯৮৬), অপর যোদ্ধারা (মুক্তিযুদ্ধ)

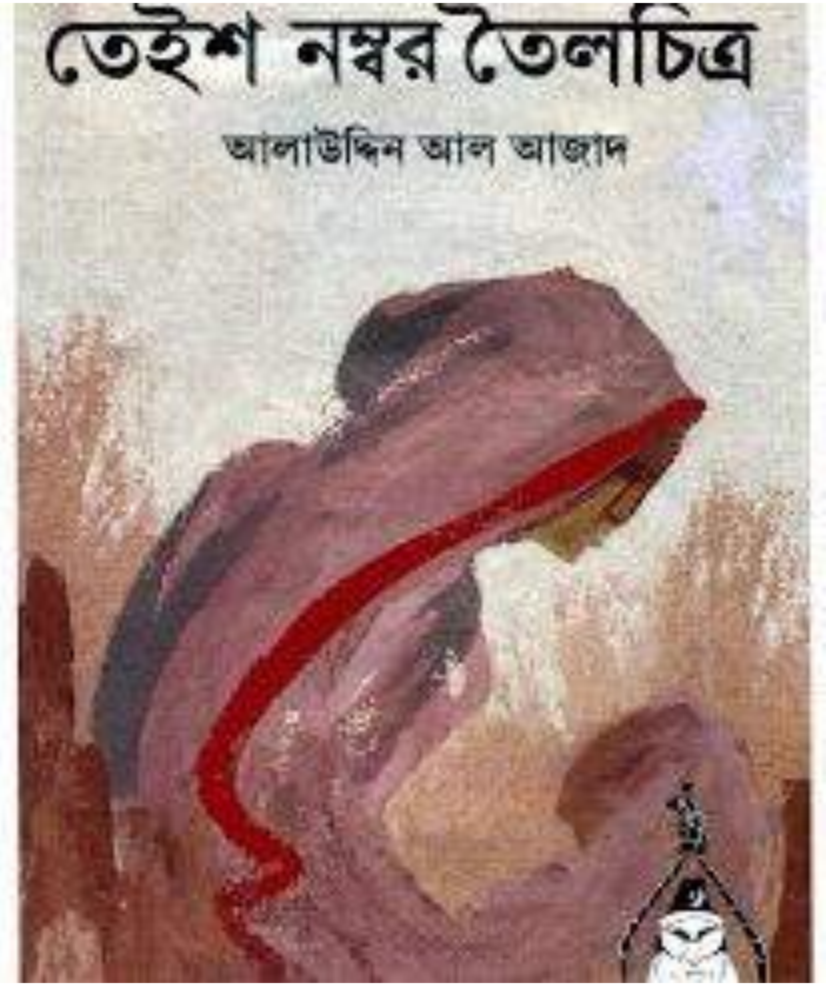

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম উপন্যাস ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’(১৯৬০)। প্রথম হলেও এ উপন্যাসেই তাঁর লেখক সত্তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। একজন চিত্রশিল্পীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের কাহিনী । জাহেদ সেই শিল্পী যার শিল্পী হয়ে উঠার গল্পই ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রশিল্পী জাহেদের ‘মাদার আর্থ' শিরোনামের একটি চিত্র করাচিতে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। এ খবর দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়েছে।

সেই ছবিটা আঁকার পেছনের গল্পই উপন্যাসের মূল কাহিনী। গল্পটা আগাগোড়া রোমান্সে মোড়ানো স্মৃতিচারণ। সেই স্মৃতিচারণে আছে বন্ধুত্ব-প্রেম, আছে সমাজের ভয়াল দর্শন। উপন্যাসের ব্যপ্তি চারদিন। চারদিনের মধ্যেই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ধৃত হয়েছে জাহেদের জীবনের কাহিনী।

বর্ণনার ধারাটি সফল হোক আর না হোক উপন্যাসের প্রয়োজন মিটিয়েছে নিঃসন্দেহে। উপন্যাসের কাহিনী এরূপ- জাহেদ আরেক চিত্রশিল্পী জামিলের বাসায় ছবি আঁকার সূত্রধরে যাতায়াত করে। আর এ যাতায়াতের সূত্রে জামিলের ছোটবোন ‘ছবি’র সঙ্গে জাহেদের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ বিষয়টি জামিল ভালভাবে নেয় নি। অবশ্য এর কারণও ছিল। জাহেদ ছবির অতীত জীবনের অন্ধকার দিকটা জানে না। জানা সম্ভবও ছিল না। অন্যদিকে জামিলের স্ত্রী মীরার মধ্যস্থতায় ছবি ও জাহেদেরবিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনের শুরুতেই ঘটে যায় এক বড় ধরনের বিপত্তি। এক রাতে জাহেদ ছবির শরীরে সন্তান জন্মদানের চিহ্ন উদ্ধার করে। ঘটনার বিবরণে জানতে পারে জামিলের এক পরিচিত দুর্বৃত্তের দ্বারা ছবি ধর্ষিত হয়ে অন্তঃসত্তা হয়েছিল। সে সন্তানটি নষ্ট করা হয়েছিল। এদিকে তাদের বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে ছবি আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়।

এমতাবস্থায় জাহেদ ছবিকে গ্রহণ করবে না ত্যাগ করবে এই দ্বিধায় পড়ে? দ্বিধান্বিত অস্থির জাহেদ তখন সহশিল্পী মতলবের কথা মনে করে সন্তান মারা যাবার পর মতলুব উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা মনে করে জাহেদ সিদ্ধান্ত নেয় জীবন কিংবা ভ্রূণের বিনষ্টি নয়, জীবনকে গড়তে হবে। ভাঙা নয়, গড়ার মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও জীবনসভার মূল আনন্দ নিহিত। জাহেদ ছবি ও তার সন্তানকে গ্রহণ করে সংসার ধর্ম শুরু করে। তাদের সম্পর্ক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও জাহেদ সে বিপর্যয় রুখে দিয়ে প্রেমকে আরো মহিমন্বিত করেছে তার শিল্পীসত্তার সহায়তায়।

স্ত্রীকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাতদিনের সেই একজিবিশনের চার দিনের মাথায় জাহেদ স্ত্রী বিরহে ব্যাকুল হয়ে ঢাকায় ফিরে আসে। দরজায় কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্ত্রী ছবি। এ বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।

কর্ণফুলী

- **এটি পাহাড়-সমুদ্রঘেরা উপজাতীদের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত।** আদিবাসী তরুণী রাঙ্গামিলার প্রণয়ে আকৃষ্ট হয় চোরাকারবারি, উচ্চাভিলাসী বাঙালি ইসমাইল। প্রেমিক দেওয়ান পুত্র, জলি, রমজানদের জীবন-যাপন, প্রণয় ইত্যাদি এ উপন্যাসের মূল বিষয়

জহির রায়হান

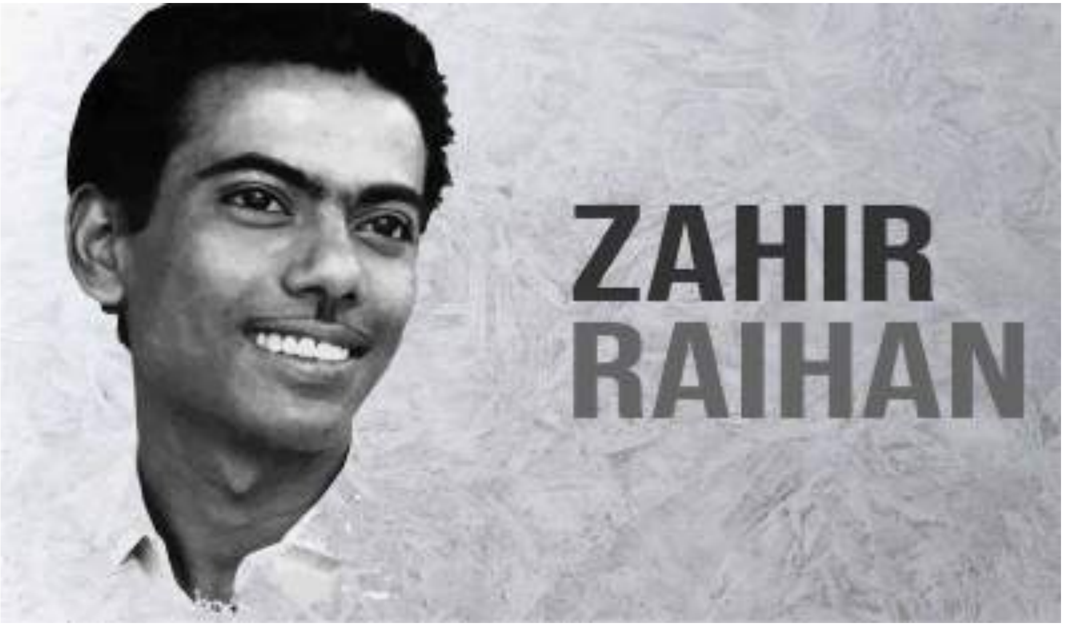

প্রকৃত নাম: মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ

ডাকনাম: জাফর

জহির রায়হান নাম দেন: কমরেড মনি সিং

জহির রায়হান

প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ এবং ডাকনাম জাফর। শহীদুল্লা কায়সার তাঁর ভাই। চিত্রনায়িকা কোহিনুর আক্তার সুচন্দা তার স্ত্রী। জহির রায়হান ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন।

১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। **এ সময় কমরেড মনি সিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম 'রায়হান' গ্রহণ করেন।** ১৯৫৬ সালে 'জাগো হুয়া সাবেরা' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন

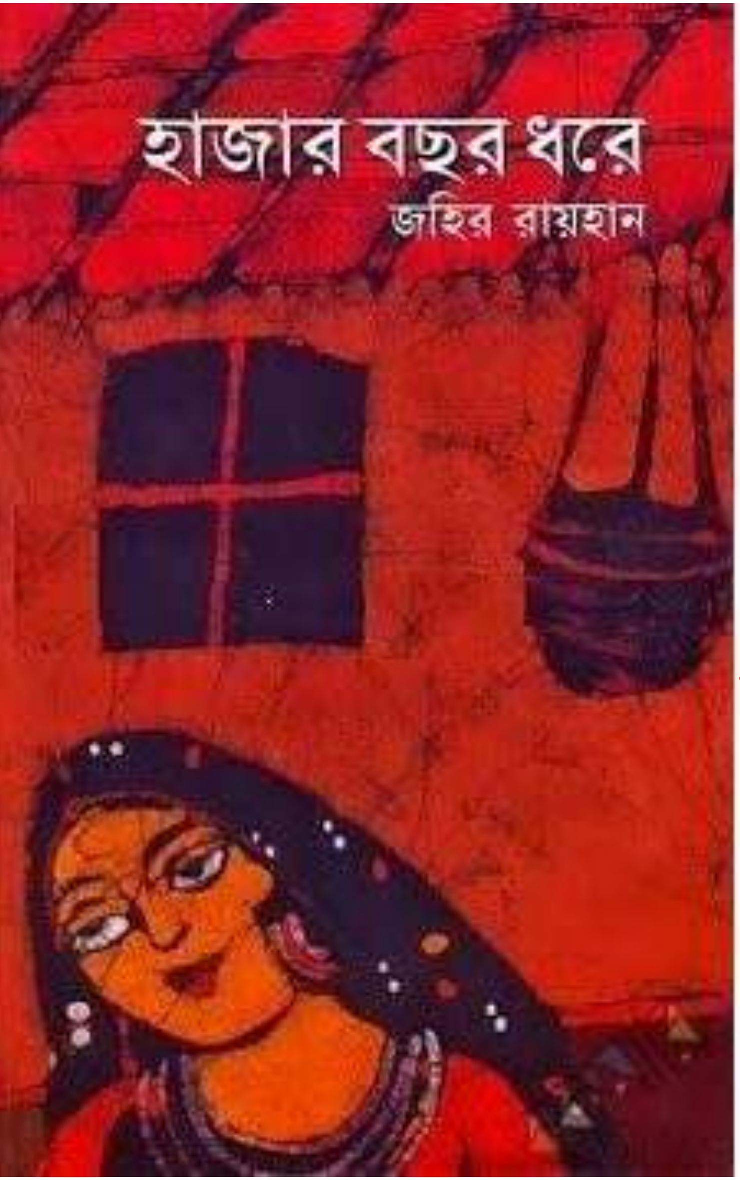

উপন্যাস

শেষ বিকেলের মেয়ে (সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত প্রকাশিত হয়)

হাজার বছর ধরে (শ্রেষ্ঠ) উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে আমদজী পুরস্কার পান।

আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস । চরিত্র :মুনিম,আসাদ রসুল, সালমা ।

বরফ গলা নদী

কয়েকটি মৃত্যু

একুশে ফেব্রুয়ারি

আরেক ফাল্গুন

- ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' । চরিত্র: মুনিম, রসুল, সালমা, আসাদ, রাহাত, রেনু, নীলা । ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত । এ উপন্যাসের কাহিনি আছে মাত্র তিন দিন দুই রাতের । ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের নির্মম স্মৃতি বিজড়িত ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনা দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিময়তা কাহিনিকে করেছে তাৎপর্যময় এবং বর্ণনার প্রকৃতির পরিচর্যা কাহিনিকে করেছে সংকেতময় । যাদের একান্ত প্রচেষ্টায় আর সংগ্রামী ভূমিকায় আজ একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত, পেছনের সেই মানুষগুলোর গল্প 'আরেক ফাল্গুন' । ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এ ফেব্রুয়ারি পালনে পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী কর্তৃক বাধা আসে। নিষিদ্ধ করা হয় রাস্তায় মিছিল শ্লোগান । কিন্তু ছাত্ররা বদ্ধপরিকর যে কোন মূল্যে শহিদ দিবস পালন করবে এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে । তাদের কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি চালায় এবং অনেক আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে । পাকিস্তানি বাহিনীর দমন নীতির পাশাপাশি মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে : "নাম ডেকে ডেকে তখন একজন একজন করে ছেলেমেয়ে ঢোকানো হচ্ছিল জেলখানার ভেতরে । নাম ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। এক সময় বিরক্তির সঙ্গে বললেন, উহ অত ছেলেকে জায়গা দেব কোথায়? জেলখানাতো এমনি ভর্তি হয়ে আছে । ওর কথা শুনে রসুল চিৎকার করে উঠল, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব । এত ছোট জেলখানায় হবে না। আর একজন বলল, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি?
- "আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হব।"

হাজার বছর ধরে

- আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ এর প্রতিপাদ্য। তিনি এ উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।
- জহির রায়হানের স্ত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' লাভ করেন। চরিত্র - টুনি, মন্তু, মকবুল।

একুশে ফেব্রুয়ারি

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে এটি রচিত
- **একুশে ফেব্রুয়ারী** উপন্যাসটি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জহির রায়হান এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। এ উপন্যাসটি সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৭০ সালে লেখা।
- পরবর্তিতে তিনি *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট যোগ করেন এবং তার অপ্রকাশিত চলচ্চিত্রকে উপন্যাস আকারে প্রকাশ করেন।

গল্পগ্রন্থ

- সূর্যগ্রহণ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত তসলিম নামক যুবকের পরিবারের মর্মবিদারক কাহিনী নিয়ে রচিত।

একুশের গল্প

- এ গল্পের প্রধান চরিত্র ঢাকা মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্র তপু। জন্ম থেকেই তার একটি পা ছোট ছিল। সে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ের মিছিলে যোগ দেয় এবং মিলিটারির গুলি তার কপালে আঘাত করলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শাসকশ্রেণি তার লাশ পর্যন্ত গায়েব করে।
- চার বছর পর তপুর সহপাঠীর রুমমেট একটি কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করার সময় দেখতে পায় কঙ্কালের একটি পা ছোট এবং কপালে ছিদ্র। সাথে সাথে ছাত্রটি তা তপুর বন্ধুদের দেখায়। তপুর বন্ধুরা কঙ্কালটি পরীক্ষা করে দেখে এটি তপুরই কঙ্কাল। এভাবেই তপু আবার কঙ্কাল হয়ে বন্ধুদের মাঝে ফিরে আসে।

চলচ্চিত্র

সোনার কাজল

কখনো আসেনি (১৯৬১, প্রথম)

'জীবন থেকে নেয়া: ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র, **প্রথম জাতীয় সংগীত বাজানো হয়** । এটি এদেশে প্রথম যথার্থ রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ।

কাঁচের দেয়াল

আনোয়ারা

বেহুলা

বাহানা: উর্দু ছবি, তার প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি)

সঙ্গম (সমগ্র পাকিস্তানের প্রথম রঙ্গিন ছবি)

লেট দেয়ার বি লাইট

অসমাপ্ত চলচ্চিত্রটি সমাপ্ত হবার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।

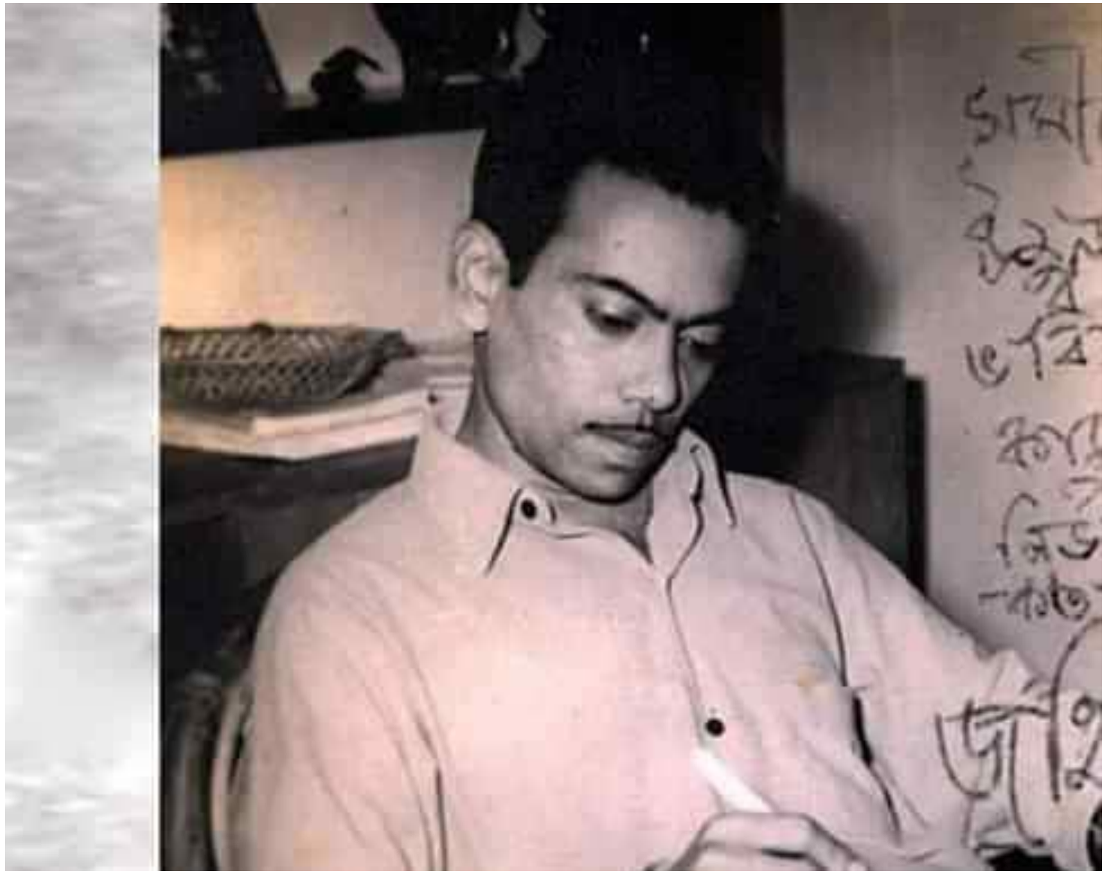

মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র

Stop Genocide

A state is born

মুনীর চৌধুরী

জন্ম : ২৭ শে নভেম্বর, ১৯২৫ মানিকগঞ্জ, ঢাকা ।

পৈত্রিক নিবাস- গোপাইরবাগ, চাটখিল, নোয়াখালী ।

নিখোঁজ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

তাঁর সম্পূর্ণ নাম : আবু নায়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী ।

তিনি ছিলেন একজন বাঙালি শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, বাগ্মী এবং বুদ্ধিজীবী।

মুনীর অপটিমা

তিনি ১৯৬৫ সালে বাংলা টাইপরাইটার নির্মাণ করেন, যা মুনীর অপটিমা নামে পরিচিত ।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ১৯৫২ - ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কারাভোগ করেন।

নাটক

রক্তাক্ত প্রান্তর: ট্রাজেডি (পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ, মহাশশ্মান কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ)

কবর (পটভূমি ভাষা আন্দোলন)

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য

মানুষ (প্রেক্ষাপট: ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা)

চিঠি

দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬): এতে তিনটি নাটক আছে। যথা: দণ্ড, দণ্ডধর, দণ্ডকারণ্য ।

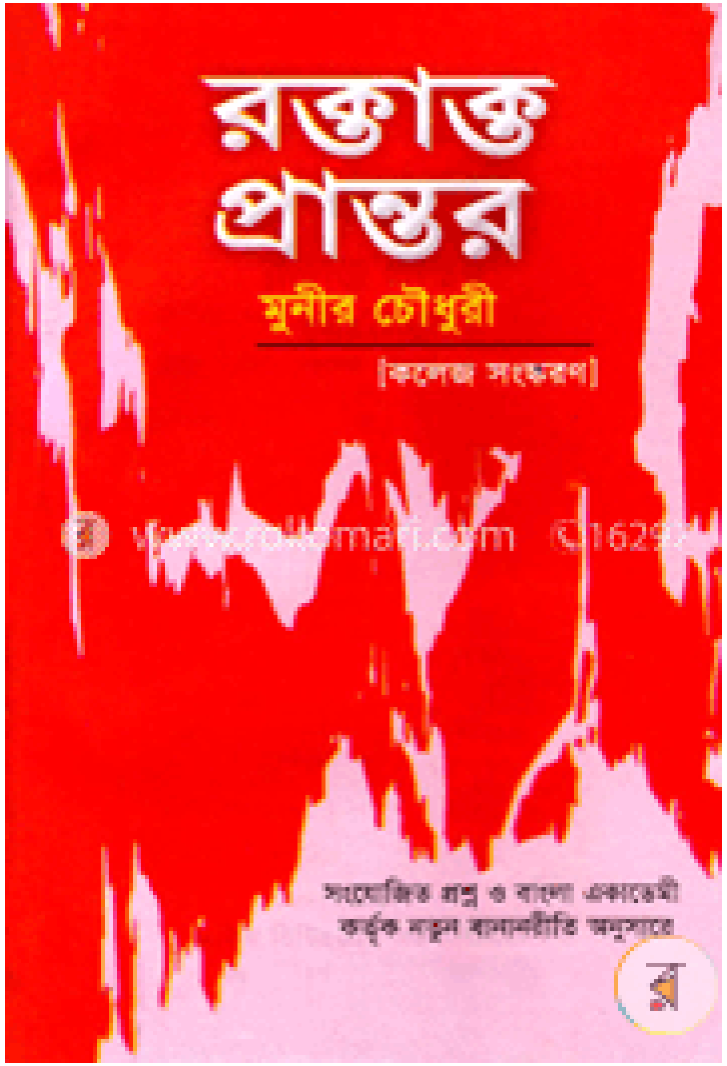

রক্তাক্ত প্রান্তর

- ১৭৬১ সালের পানিপথের (বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র) ৩য় যুদ্ধের কাহিনী এর উপজীব্য। প্রশিক্ষিত মুসলিম যোদ্ধা ইব্রাহীম কার্দি মুসলিম শিবিরে চাকরি না পেয়ে মারাঠা কর্তৃক চাকরি পায় এবং সমাদৃত হয়। যুদ্ধ শুরু হলে ইব্রাহীম কার্দির স্ত্রী জোহরা মন্নুবেগ ছদ্মনাম ধারণ করে এসে স্বামীকে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ইব্রাহীম কার্দি বিশ্বাসঘাতকতা না। করে মারাঠাদের জন্য যুদ্ধে জীবন দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নায়ক ইব্রাহীম কার্দির মৃত্যু নাটকটিকে ট্র্যাজিক করে তোলে। এটি ঐতিহাসিক নাটক নয়, ইতিহাস-আশ্রিত ট্র্যাজিক নাটক। এ নাটকের বিখ্যাত উক্তি- "মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়।"

কবর

- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহতদের মরদেহ পাকিস্তান সরকার গোপনে কবর দিতে চেয়েছিল। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী এগিয়েছে।
- **নাট্যকর্মীরা বলছেন, বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হওয়া এটাই প্রথম প্রতিবাদী নাটক**
- জেলে থাকা অবস্থায় ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'কবর' নাটকটি রচনা করেন। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার মুনীর চৌধুরীকে ১৯৫২ সালে আটক করে জেলে প্রেরণ বামপন্থী লেখক রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে এ নাটকটি রচনা করেন। ১৯৫৩ সালে কারাগারেই রাজবন্দীদের দ্বারা এটি প্রথম মঞ্চায়ন করা হয়। 'কবর' নাটকে দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবীর মিছিলে পুলিশ গুলি করে এবং কারফিউ জারি করে। রাতের আঁধারে বাংলার দামাল ছেলেদের গুলিবিদ্ধ লাশ গুম করার দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ ও নেতাকে। ছিন্নভিন্ন লাশ কবরস্থ না করে মাটিচাপা দেয়ার সিদ্ধান্তে বাধা দেয় গোর-খোদক ও মুর্দা ফকির। পরবর্তীতে লাশগুলো জিন্দা হয়ে কবরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লেখ্য, এতে কোনো নারী চরিত্র নেই।

অনুবাদ নাটক

১) রূপার কৌটা : গলস ওয়ার্দীর 'The Silver Box' অবলম্বনে ।

২) কেউ কিছু বলতে পারে না : বানার্ড শ এর 'You never can't tell' অবলম্বনে ।

৩) মুখরা রমণী বশীকরণ : শেক্সপীয়রের 'The Taming of the shrew' অবলম্বনে ।

৪) ওথেলো (অসমাপ্ত) : মৃত্যুর পর অগ্রজ কবীর চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন ।

শওকত ওসমান

- জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯১৭, হুগলি ।
- মৃত্যু : ১৪ মে ১৯৯৮, ঢাকা ।
- প্রকৃত নাম : শেখ আজিজুর রহমান ।

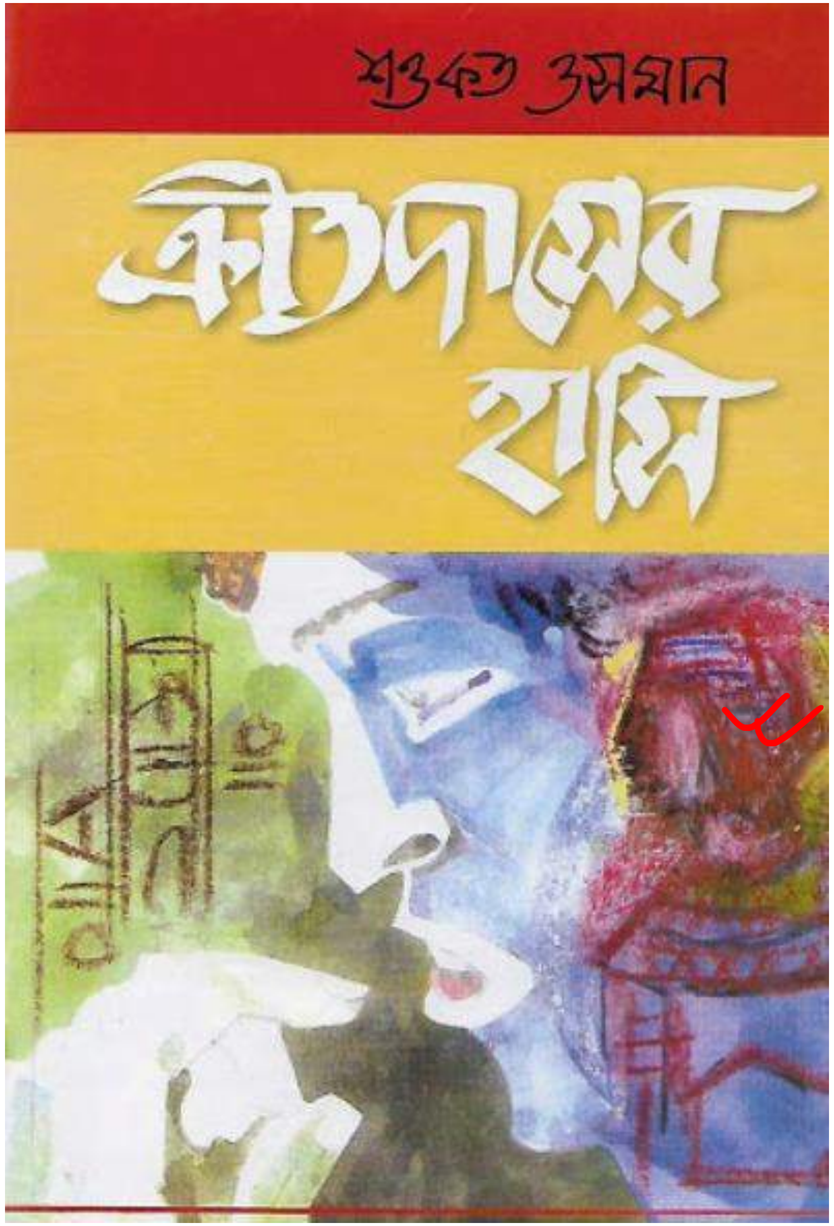

উপন্যাস

- বণী আদম (প্রথম লিখিত উপন্যাস)
- জননী (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস)
- ক্রীতদাসের হাসি
- জংগী
- জাহান্নম হইতে বিদায়
- নেকড়ে অরণ্য
- চৌরসন্ধি

জননী

- সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একজন মা গোপনে যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারেন, শওকত ওসমান সে কথাই এ উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। মহেশডাঙ্গার দরিয়াবিবি সন্তান মোনাদি'কে আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য ইয়াকুবের শয্যাসঙ্গিনী হয়। ইয়াকুবের ঔরষে তার গর্ভে সন্তান এলেও সামাজিক সকল বিপত্তি এড়িয়ে অসীম মমতায় তাকে লালন-পালন করে। এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে মুসলিম সমাজের শরিয়তি দ্বন্দ্ব, বিত্তবানদের স্বার্থপরতা, গ্রামের দরিদ্র মানুষদের পারস্পরিক বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।
- চরিত্র: দরিয়া বিবি, আজহার, মোনাদি, ইয়াকুব, চন্দ্রকোটাল।

‘ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)

ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)। এটি তাঁর প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসটি আরব্য রজনী ‘আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' এর শেষ গল্প ‘জাহাকুল আবদ’ এর অনুবাদ কিন্তু সর্বাংশে নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদের প্রতীকায়নের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে।

বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদ অত্যাচারী। সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাঁধা সৃষ্টি এবং তাতারিকে গৃহবন্দী ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। **এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক।** তাতারী যেমন স্বাধীন হয়েও খলিফার স্বৈরশাসনের বাইরে যেতে পারেনি, তেমনি পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল নামমাত্র স্বাধীনতা। মেহেরজানের মতো বাংলার ভূমি হাতবদল হয়েছে হুন-পাঠান-মোগলব্রিটিশ-পাকিস্তানের কাছে। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দি কেনা সম্ভব ! **কিন্তু কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি না-না-না-না-।'- তাতারীর এ উক্তির মাধ্যমে উপন্যাসের সারকথা ফুটে উঠেছে।**

তাতারীর হাসি হলো বাংলাদেশের প্রতীক। এ হাসিরূপ বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে তাতারী নামক বাংলার ৩০ লক্ষ শহিদের বুকের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবে, তাতারী মৃত্যুবরণ করে কিন্তু অপরাজেয় বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস

১) জাহান্নাম হইতে বিদায় ২) দুই সৈনিক ৩) নেকড়ে অরণ্য ৪) জলাংগী ।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস: 'আর্তনাদ'(১৯৮৫)

'জাহান্নম হইতে বিদায়'

- 'জাহান্নম হইতে বিদায়' শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। যা ১৯৭১ সালে লেখা। সেসময় দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্য সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষের অনুরোধে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন।
- 'জাহান্নম হইতে বিদায়' ওই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। **উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রবীণ শিক্ষক গাজী রহমানকে** কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে কাহিনি। অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রেজা আলী, কিরণ রায়, সৈয়দ আলী, আলম, ইউসুফ, বৃদ্ধা, ফালু ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

জাহান্নম হইতে বিদায়

- একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জীবন রক্ষার তাগিদে গাজী রহমান বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেন। যুদ্ধের সময় তাঁর স্কুল বিভিন্ন কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারই ফলস্বরূপ হানাদার বাহিনীর কালো তালিকায় তাঁর নাম ওঠে। বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে তিনি শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন অজানা গন্তব্যে। পাকিস্তানি হানাদারের অত্যাচারের ভয়ে প্রথমে তিনি আশ্রয় নেন তাঁর এক পুরোনো ছাত্রের বাড়িতে। ছাত্রের নাম ইউসুফ। সে সওদাগরি অফিসের কেরানি। ইউসুফের শ্যালক খালেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেসময় তার কোনো খোঁজ না মিললে ইউসুফের স্ত্রী ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ইউসুফের গ্রামও আক্রমণ করবে- এ কথা জানতে পেরে গাজী রহমান সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সব মিলিয়ে এরকম অস্থির পরিবেশে তিনি বেশিদিন থাকতে চাইলেন না। ইউসুফের বাসস্থান ছেড়ে পুরোনো বন্ধু রেজা আলীর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কিরণ রায়ের। যিনি এককালের সন্ত্রাসবাদী ও পরবর্তীকালে প্রগতিশীল বামপন্থি রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারা নিয়ে গাজী রহমানের মনে জন্ম নেয় অপরাধবোধ। কিরণ রায় গাজী রহমানকে বলেন, 'প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে পারে।' তাই গাজী রহমান সীমান্তের ওপারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ ওপারে যেতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এক-আধটু ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। তখন সৈয়দ আলী নামের এক তরুণের সহায়তায় গাজী রহমানকে সীমান্তে অতিক্রম করার ব্যবস্থা করে দেন তাঁর বন্ধু রেজা আলী। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় গাজী রহমান পাকিস্তানি সৈনিকদের মুখোমুখি হন। উপন্যাসটিতে গাজী রহমানের দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার ভয়, মানসিক অস্থিরতা, যাত্রাপথের নানা ঘটনা নিয়ে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটি।

জলাঙ্গী

এ উপন্যাসে গ্রাম্য এক কৃষক পরিবারের শহরে পড়ুয়া ছাত্র জমিরালীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তাঁর পরিবারের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

১) ক্রীতদাসের হাসি : তাতারী, মেহেরজান, বাদশাহ হারুন ।

২) জননী : দরিয়াবিবি, মোনাদি, ইয়াকুব, আজহার, চন্দ্রকোটাল ।

৩) জাহান্নম হইতে বিদায় : গাজী রহমান

৪) দুই সৈনিক : সাহেলী, চামেলী, মখদুম মৃধা।

ছোটগল্পগ্রন্থ

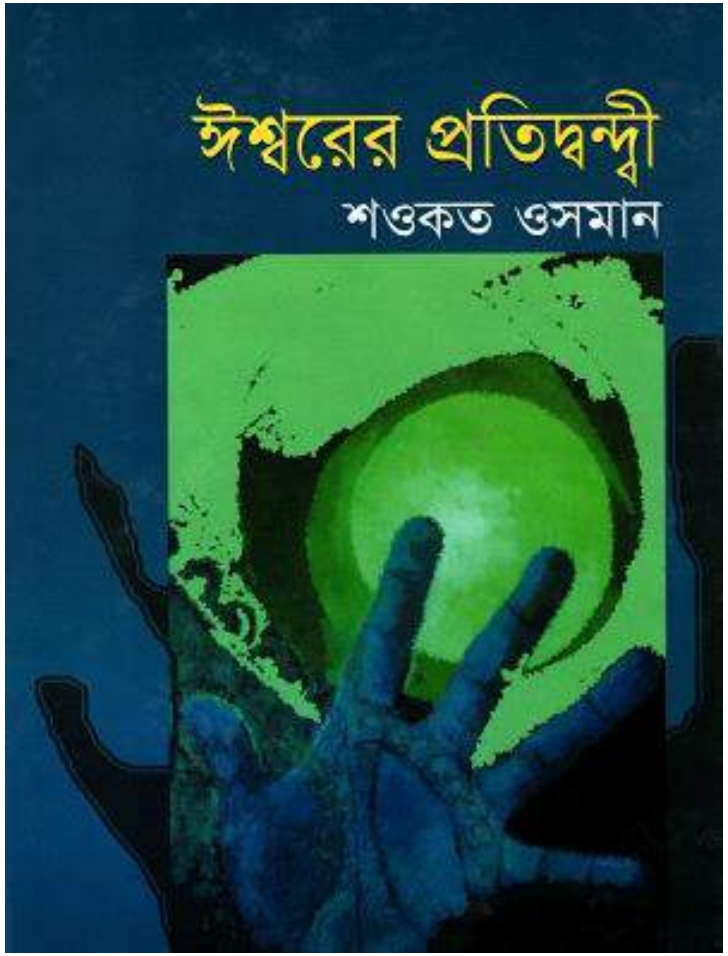

- ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী
- পিঁজরাপোল

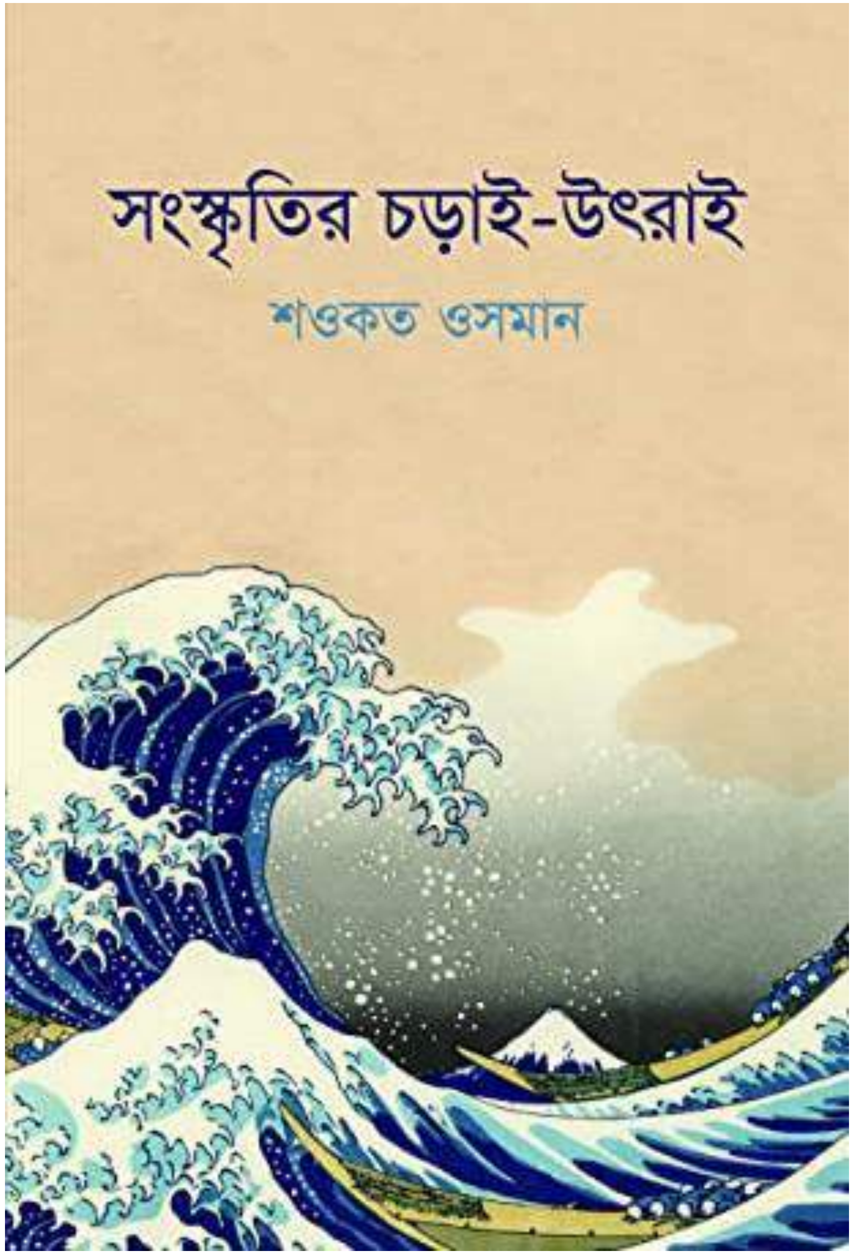

প্রবন্ধগ্রন্থ

সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬, দেবানন্দপুর, হুগলী, ভারত

মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলা হয় 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'।

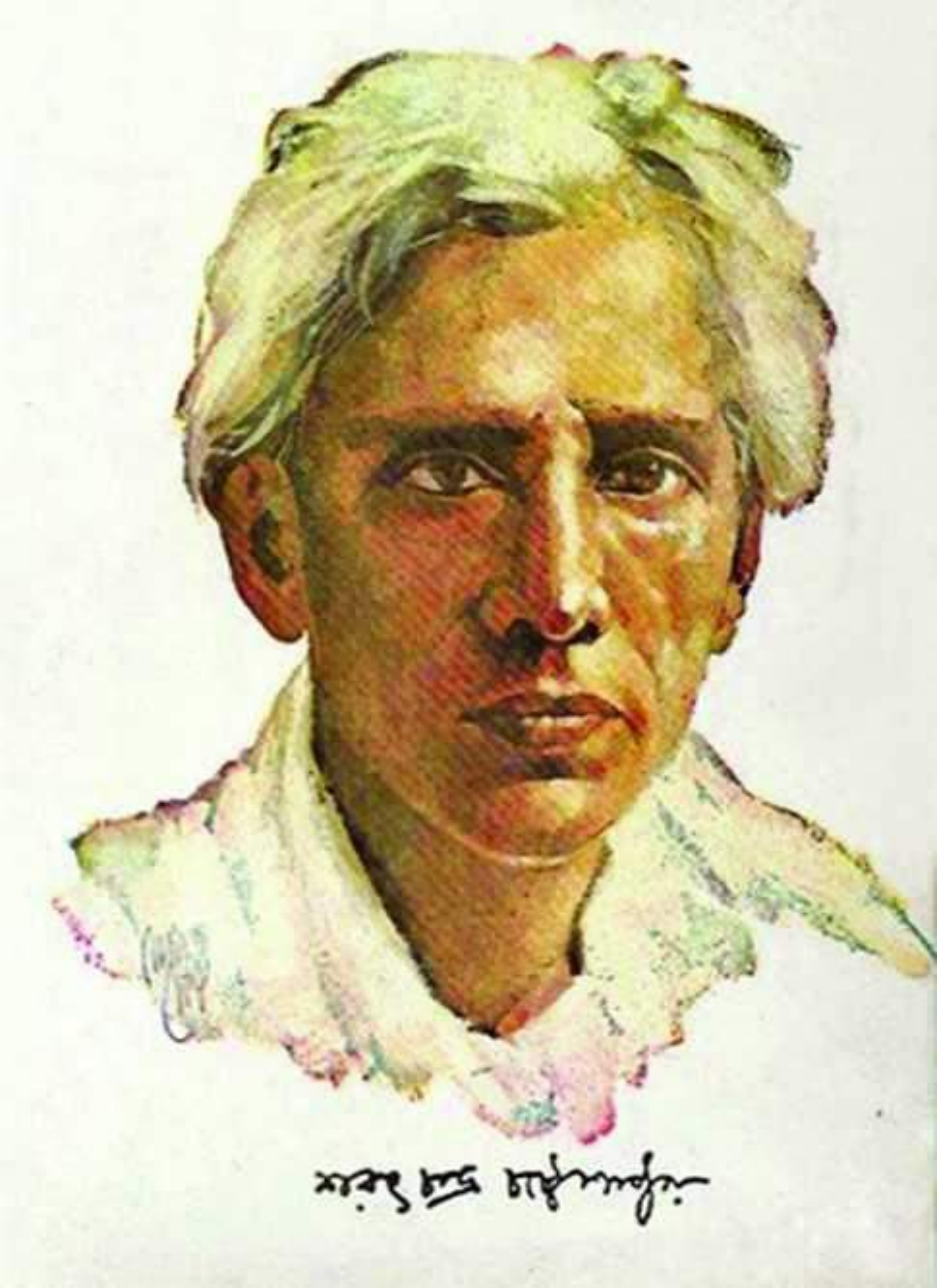

ছদ্মনাম

ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রাথমিক কারণ ছিল মতামত প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় রোষ থেকে আত্মরক্ষা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তিনি তার বিভিন্ন লেখায় সাতটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এগুলো হলো-

- অনিলা দেবী, অপরার্জিতা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম), শ্রীকান্ত শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র

- সবচেয়ে জনপ্রিয়
- বর্তমানে জনপ্রিয়?
- কালজয়ী মানিক

উপন্যাস

বড়দিদি (প্রথম, ভারতী পত্রিকা)

শ্রীকান্ত (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, আত্মজৈবনিক উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র: ইন্দ্রনাথ)

পথের দাবী (বাজেয়াপ্ত উপন্যাস)

বিরাজবৌ

দেনা-পাওনা

পরিণীতা

দত্তা

চরিত্রহীন

মেজ দিদি

বৈকুন্ঠের উইল

শ্রীকান্ত

- **শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত।** উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি লক্ষণাক্রান্ত এ উপন্যাসের খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনির সমষ্টি। তবে প্রতিটি খণ্ডই শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং লেখকের বর্ণনাগুণে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। **উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের** জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থারও বাস্তব চিত্র এতে অংকিত হয়েছে।

গৃহদাহ

মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপন্যাসের মূলসূত্র। মহিম ও অচলার বিয়ের পরেই কাহিনির সূত্রপাত। মহিম এবং সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। বিয়ের পর মহিমকে ছেড়ে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার সুরেশের প্রতি মোহভংগের পর মহিমের উপস্থিতিতে অচলার ভয়ানক একাকীত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে ।

অচলা চরিত্রের দ্বৈত সত্তাকে অবলম্বন করেই এ উপন্যাসের আরম্ভ ও সমাপ্তি। একই ব্যক্তির প্রতি কখনো আসক্তি কখনো অনীহা এটা মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব যা অচলা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। গৃহদাহ উপন্যাসে অচলা, মহিম, সুরেশ প্রত্যেকের জীবন অর্থনৈতিক পটভূমি, শিক্ষা, দুর্বলচিত্ত ও পরিবেশগত ভিন্নতার চাপে অবিন্যস্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এখানে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

চরিত্রহীন

- চরিত্রহীন’ (১৯১৭) উপন্যাসটি যমুনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি তৎকালীন ভারতীয় বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপেন্দ্র, তাকে ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। তার স্ত্রী সুরবালা আগাগোড়াই একজন ধর্মান্ধ মানুষ। উপেন্দ্র-এর খুব কাছের অনুজ ও বন্ধু সতীশ। উপন্যাসের নায়ক সেই সতীশ এবং নায়িকা সাবিত্রী। উপন্যাসে সতীশ-সাবিত্রীর প্রণয় প্রাধান্য লাভ করলেও উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সতীশের সাথে সরোজিনীর মিলন হয়। **উপন্যাসটি শুরু হয় কমেডি বা হাস্যরস দিয়ে এবং শেষ হয় ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে।**

পথের দাবী

- 'পথের দাবী' ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনার প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব বার্মা মুলুকে গড়ে তোলেন 'পথের দাবী' নামের সংগঠন। **উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র ভারতী।** সব্যসাচী ও ভারতী দু'জনের লক্ষ্য এক হলেও তাদের মাঝে রয়েছে একটা পার্থক্য। সব্যসাচীর উদ্দেশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা। অন্যদিকে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা এসেছে। উপন্যাস শেষ হয়েছে বিপ্লবী বক্তব্য দিয়েভারতী নীরব বিপ্লবের পক্ষে। গল্পের ঘটনা পরিক্রমায় চরিত্রগুলোর **জবানিতে 'আমি বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কাম্য, আমার একটিমাত্র সাধনা।**

- উপন্যাসের কাহিনিতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আন্তরিক সমর্থন আছে। ফলে গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

উপন্যাস ও চরিত্র

শ্রীকান্ত - শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, সুনন্দা, ঠাকুর্দা ।

দেবদাস - দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, চুনিলাল।

গৃহদাহ- মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল ।

দেনাপাওনা- ষোড়শী, নির্মল, জীবনানন্দ ।

পথের দাবি - সব্যসাচী ।

চরিত্রহীন - সতীশ, কিরণময়ী, দিবাকর, সাবিত্রী

বড়দিদি - সুরেন্দ্রনাথ, মাধবী, প্রমিলা।

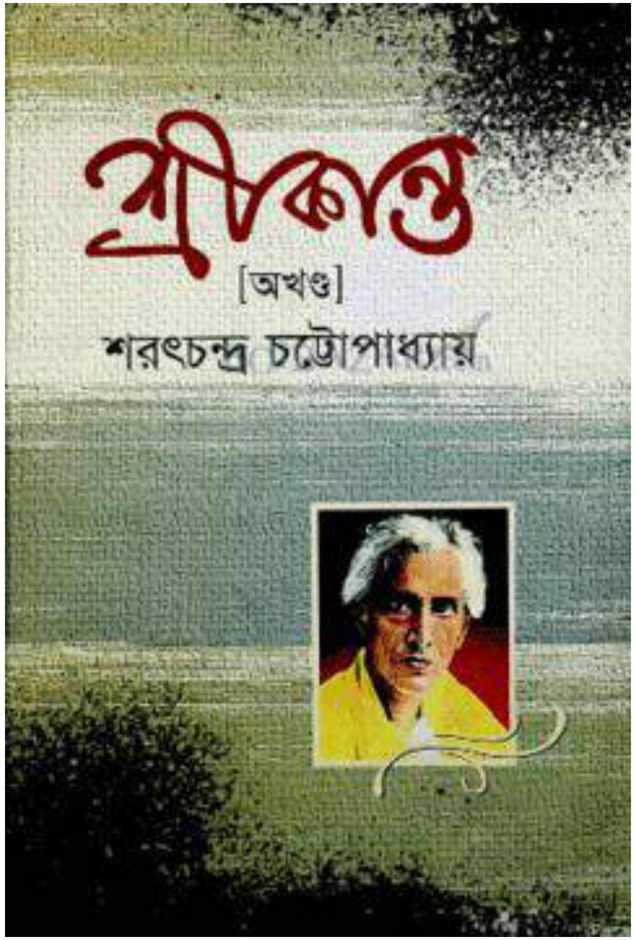

বিখ্যাত ছোটগল্প ও চরিত্র

মন্দির (প্রথম গল্প, কুন্তলীন পুরস্কার) চরিত্র: অপর্ণা, অমরনাথ, শক্তিনাথ

বিলাসী: চরিত্র-ন্যাড়া, বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয় ।

মহেশ: চরিত্র- গফুর, আমেনা, তর্করত্ন

অভাগীর স্বর্গ: চরিত্র- কাঙালীর মা ।

নাটক

ষোড়শী ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাসের নাট্যরূপ।

রমা ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসের নাট্যরূপ।

বিজয়া ‘দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ।

প্রবন্ধ রচনা

নারীর মূল্য (অনিলাদেবি ছদ্মনামে লিখেন)

তরুণের বিদ্রোহ

সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

জন্ম: চট্টগ্রামের ষোলশহর

১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন।

প্যারিসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান।

মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, প্যারিসে

উপন্যাস

- লালসালু
- চাঁদের অমাবস্যা
- কাঁদো নদী কাঁদো

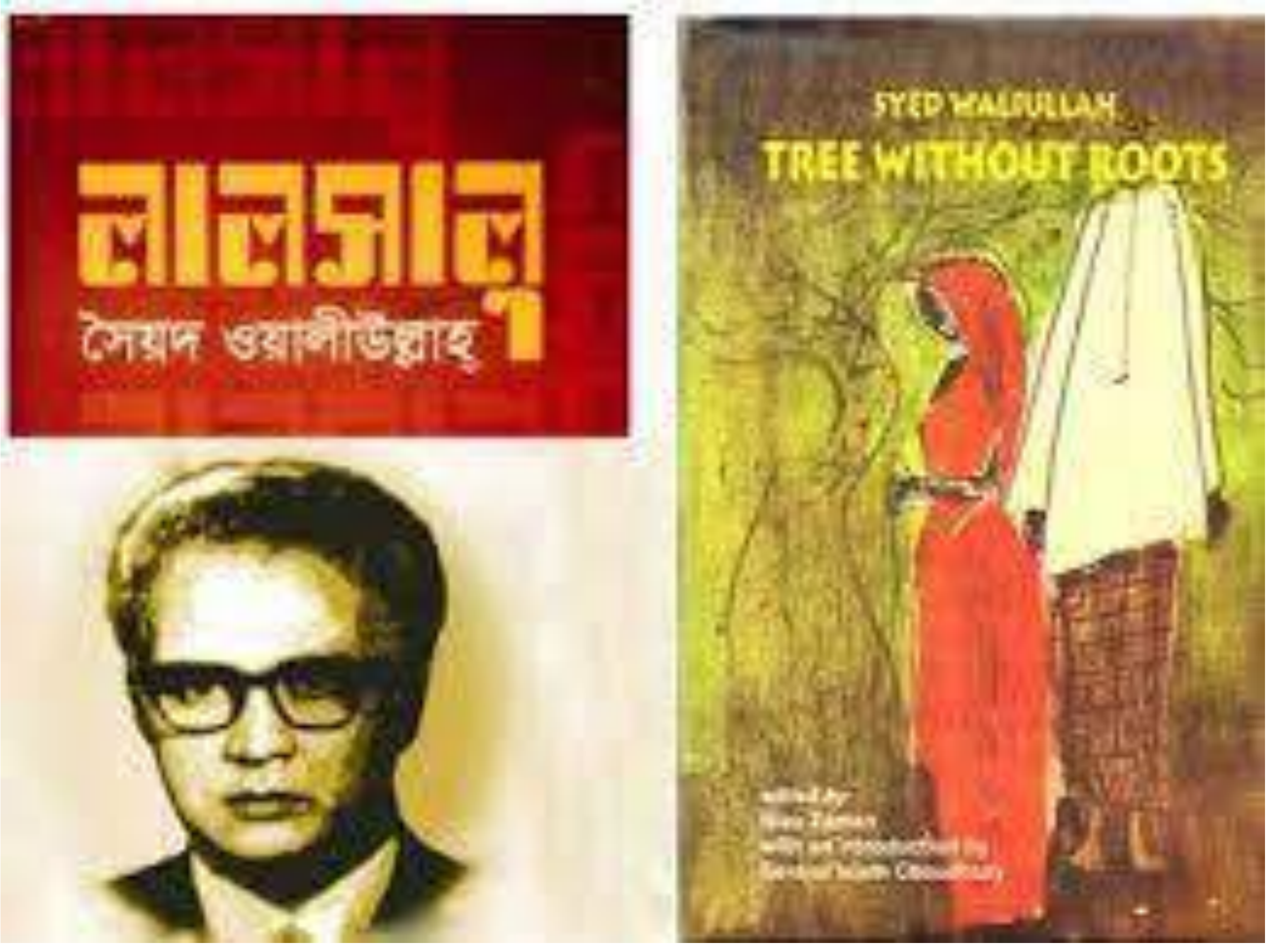

লালসালু

'লালসালু' (১৯৪৮, ১ম)।

উপজীব্য : মাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা ও কুসংস্কার, ধর্মীয় ভণ্ডামী ।

চরিত্র : মজিদ, জমিলা, রহিমা, খালেক বেপারী, আক্কাস ।

এর ইংরেজি অনুবাদ : 'Tree without Roots' (১৯৬৭)।

ফরাসি অনুবাদ : ‘ল্যা আরবরে সামস মায়েমে' (১৯৬১) কবির পত্নী অ্যান মেরি অনুবাদ করেন ।

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮)। গ্রামীণ সমাজে ধর্মের নামে ভণ্ডামীর এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। সে মহব্বতনগর গ্রামে এসে একটি ভাঙ্গা কবরকে প্রখ্যাত পীরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে ২য় স্ত্রী হিসেবে কিশোরী **জমিলাকে** ঘরে আনে। সহজ-সরল কিন্তু চঞ্চলা জমিলা প্রথম থেকেই স্বামী মজিদের কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারে না। মাজারের প্রতি দেওয়ার জন্য মাজার ঘরে বেঁধে রাখে মজিদ। এদিকে ঝড় শুরু হলে মজিদ গিয়ে তার তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। এতে বিচলিত হয়ে উঠে মজিদ। জমিলাকে শাস্তি দেখে জমিলা মেঝেতে পরে আছে, তার বুক উন্মুক্ত এবং মেহেদি রাঙানো একটি পা কবরের সাথে লাগানো। অন্যদিকে শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে গ্রামবাসী মজিদের কাছে প্রতিকার চায়। এভাবেই বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন, ফসলের ক্ষেত,দরিদ্র গ্রামবাসীর হাহাকারের মধ্য দিয়ে লালসালু উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়। গ্রামীণ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে, গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড মজিদ প্রতারণাজাল বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে নিজের শাসন ও । শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তারই বিবরণ ‘লালসালু' উপন্যাস।

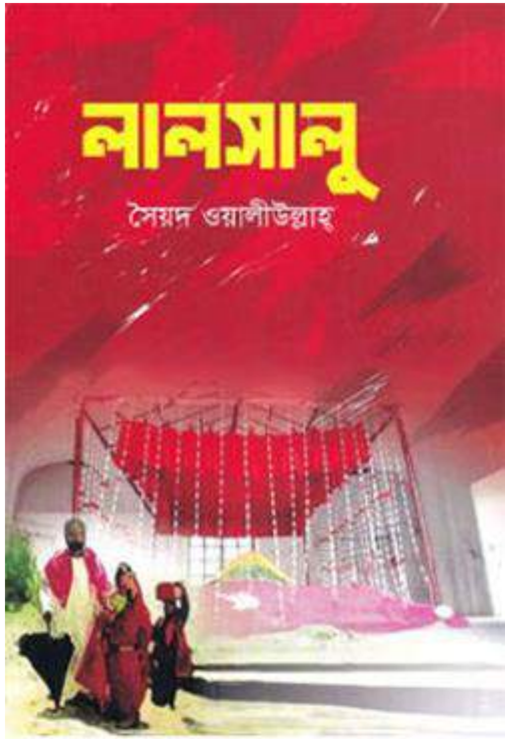

‘চাঁদের অমাবস্যা’ ১৯৬৪) : এটি মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস ।

চরিত্র : আরেফ আলী, কাদের (দরবেশ) ।

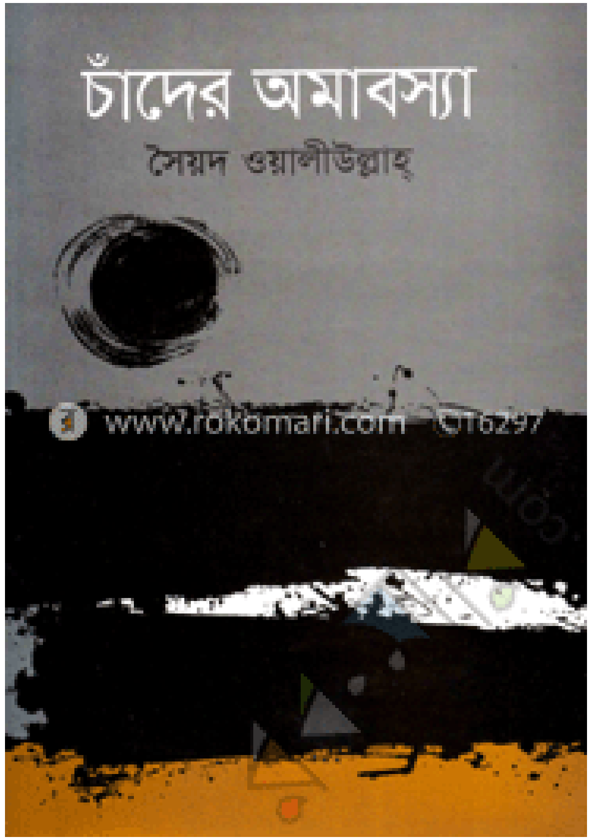

চাঁদের অমাবস্যা

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফ আলী। সে বড় বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক যুবক। এক রাতে বাইরে গিয়ে বাড়ির ছোটকর্তা কাদেরকে দেখে। অতঃপর বাঁশঝাড়ে নারীকণ্ঠের কান্না এবং এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ দেখে। প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও পরে আরেফ আলী বুঝতে পারে কাদেরই যুবতীর হত্যাকারী।

হত্যার বিষয়টি নিয়ে আরেফ আলীর চিন্তা-চেতনা আবর্তিত। হত্যার ঘটনাকে সংহরণ করে, ব্যক্তিকে ঘটনা অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে তার মনোজাগতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের বাইরের ঘটনা গৌণ, আরেফ আলীর অন্তর্লোকে সৃষ্ট ঘটনাস্রোতই মুখ্য। আরেফ আলীর অন্তর্লোকে কল্লোলিত ঘটনাকে তারই মগ্নচৈতন্যের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। আরেফ আলীর চৈতন্যে যে প্রবহমানতা তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় 'চাঁদের অমাবস্যা' হয়ে উঠেছে চেতনাপ্রবাহ রীতিধর্মী উপন্যাস।

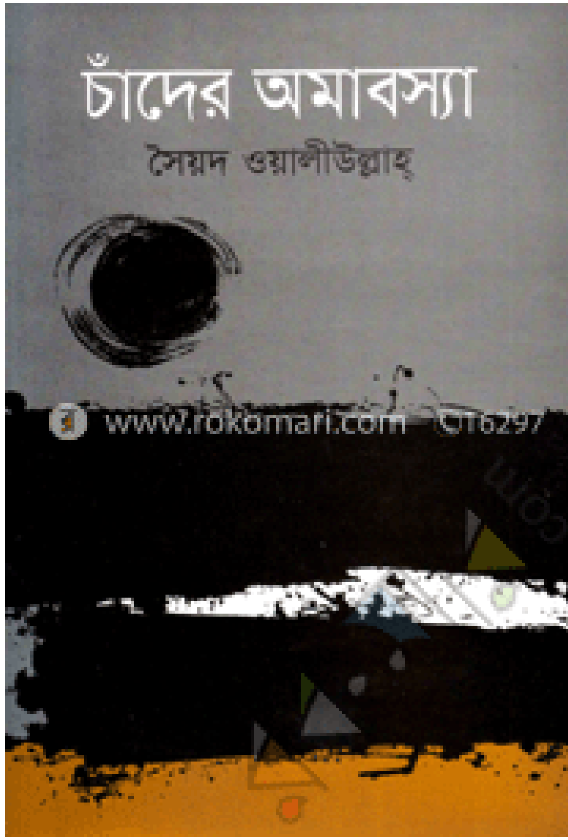

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) : এটি চেতনা প্রবাহ রীতিতে লেখা । (বর্ণনাকারীর মনের মধ্যে যে বহুবিধ চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি চলতে থাকে তা চিত্রিত করবার চেষ্টা)

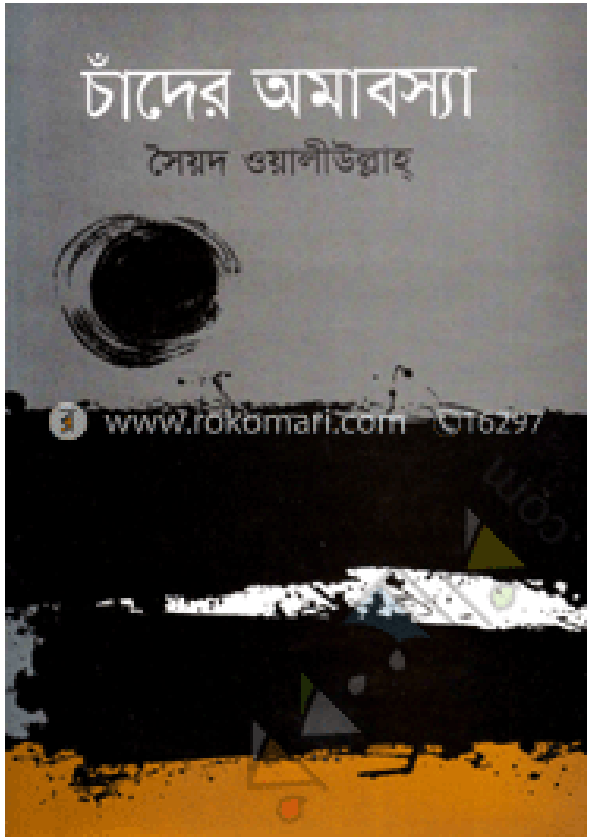

চরিত্র : মুস্তফা, খোদেজা

কাঁদো নদী কাঁদো

কাঁদো নদী কাঁদো: ধর্মের নামে আচার-সর্বস্বতা, বিজ্ঞানের নামে অদৃষ্টবাদিতা, বাস্তবতার নামে স্বপ্ন-কল্পনা ইত্যাদির বিরুদ্ধাচরণ, ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুখ-দুঃখ ইত্যাদির সার্থক রূপায়ণ এ উপন্যাস।

এ মনঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাসে ফুটে উঠেছে একদিকে মুহাম্মদ মুস্তফার করুণ জীবনালেখ্য, অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া বাকাল তীরবর্তী মানুষের জীবনচিত্র। এটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা। বাংলা সাহিত্যে ওয়ালীউল্লাহ প্রথম চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগ ঘটান। (বর্ণনাকারীর মনের মধ্যে যে বহুবিধ চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি চলতে থাকে তা চিত্রিত করবার চেষ্টা)

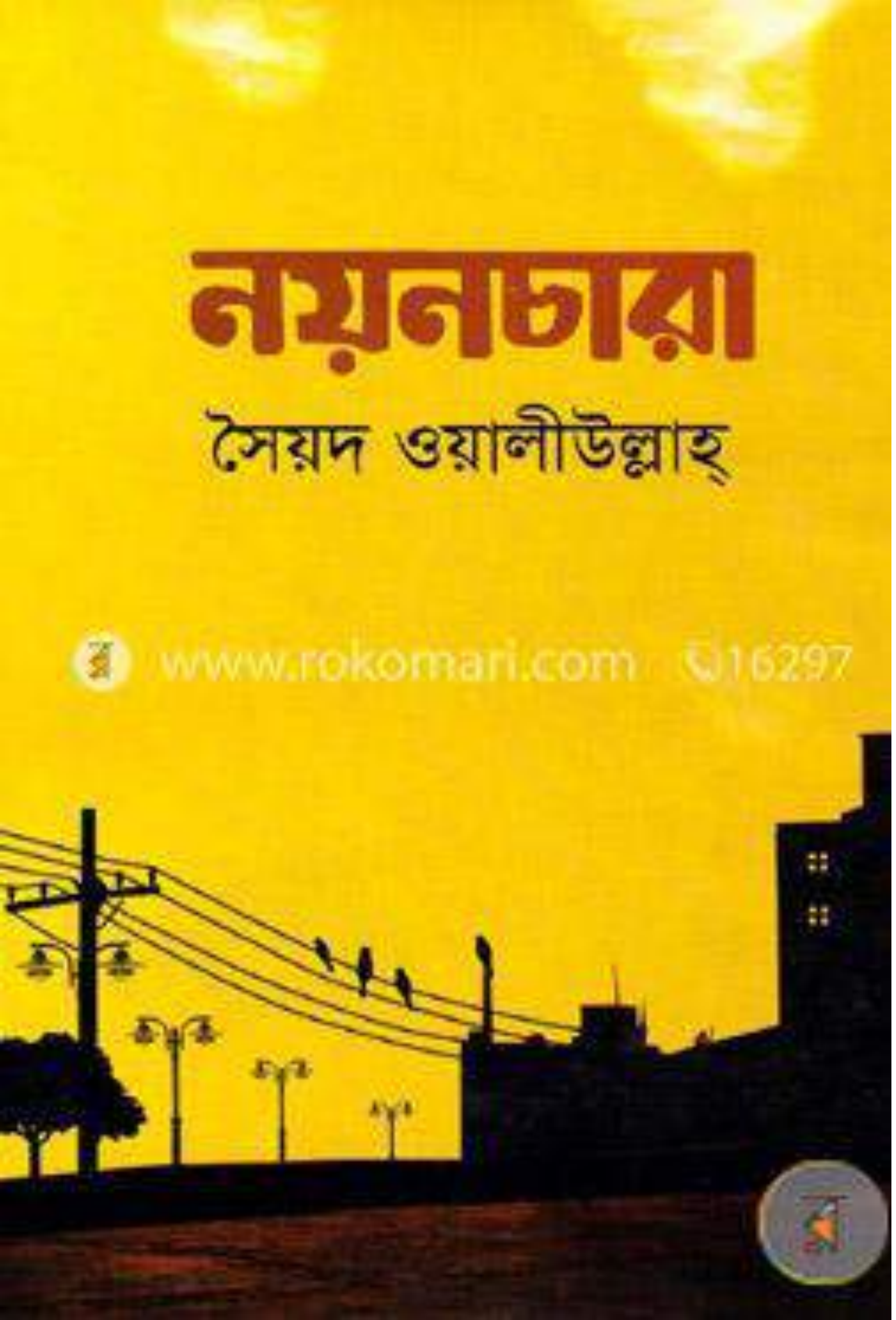

গল্পগ্রন্থ

- নয়নচারা
- দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

প্রথম গল্প

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিলো

নাটক

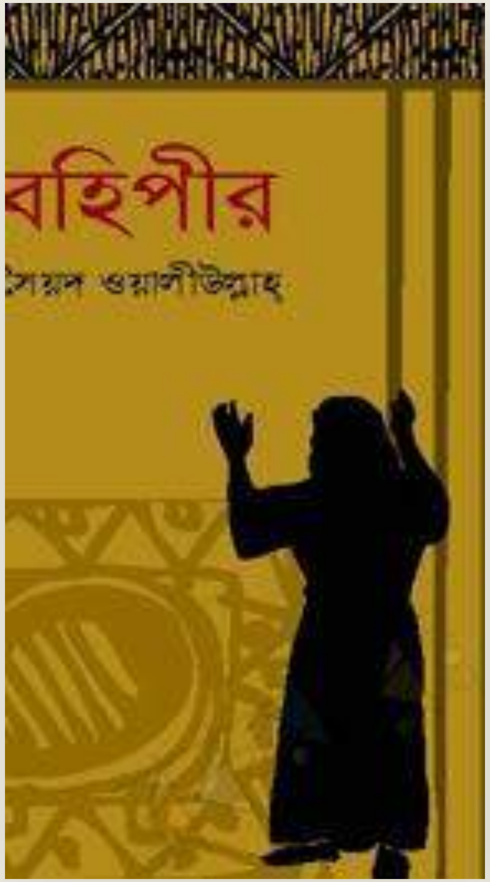

- বহিপীর (১৯৬০)
- তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪)
- সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

চলচ্চিত্র

পরিচালক-

তানভীর

মোকাম্মেল

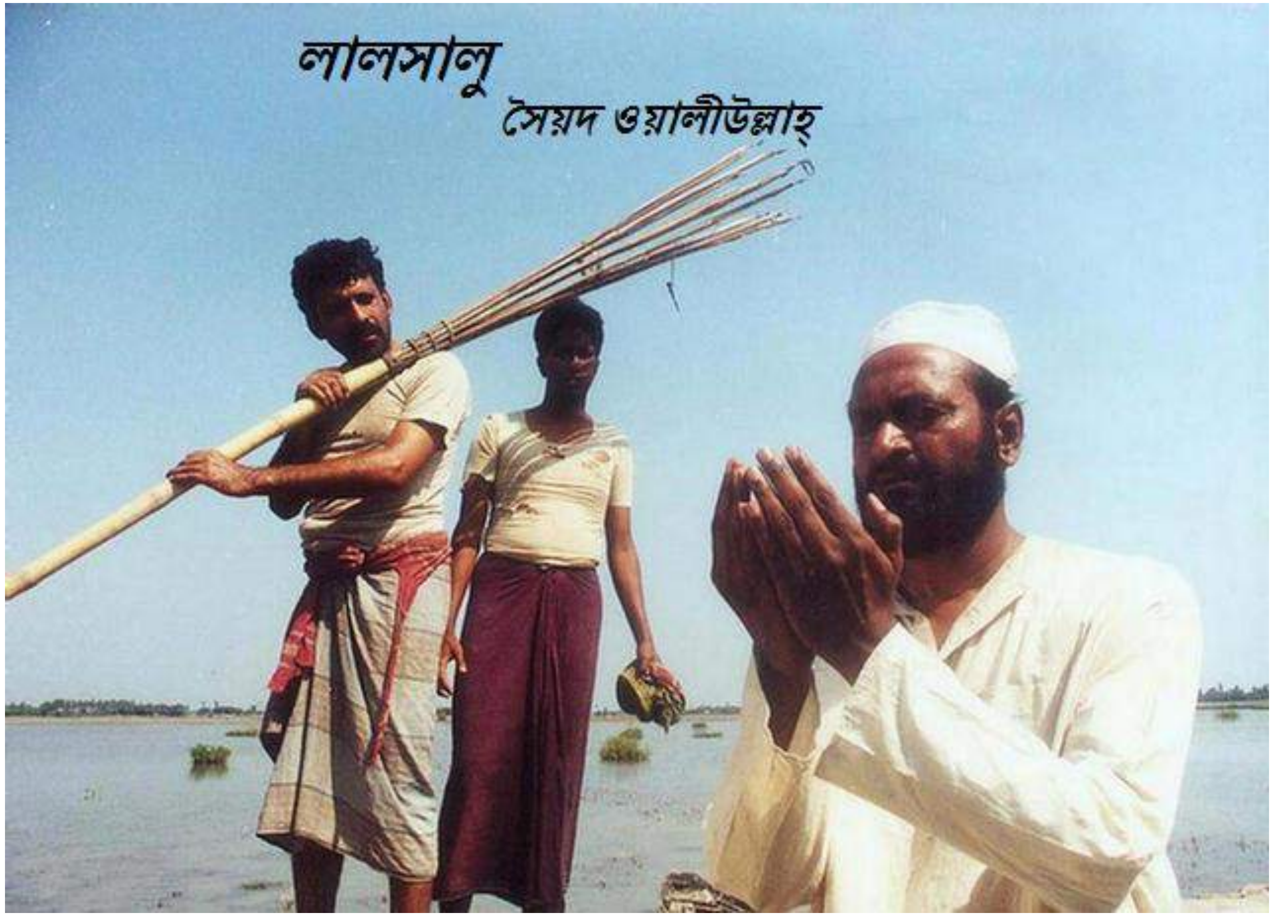

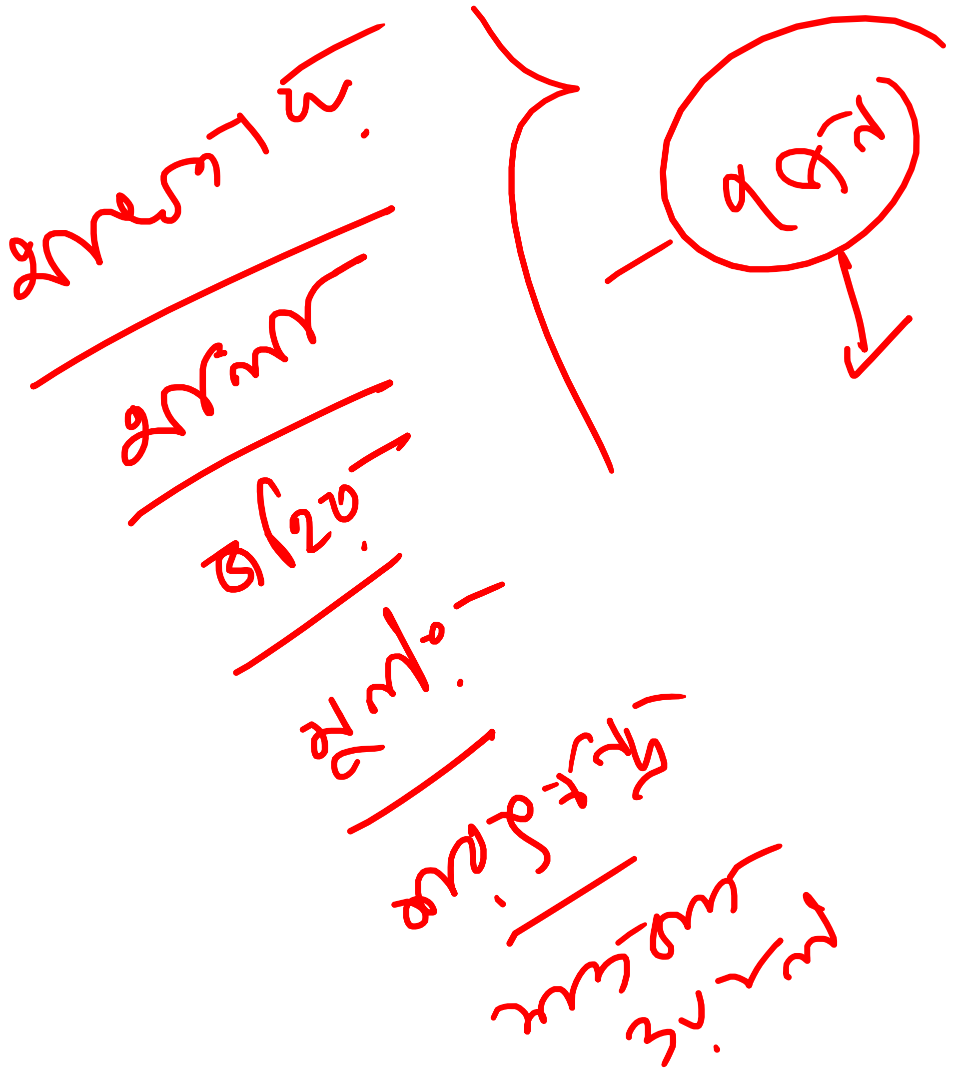

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রাম।

ডাকনাম: বাচ্চু

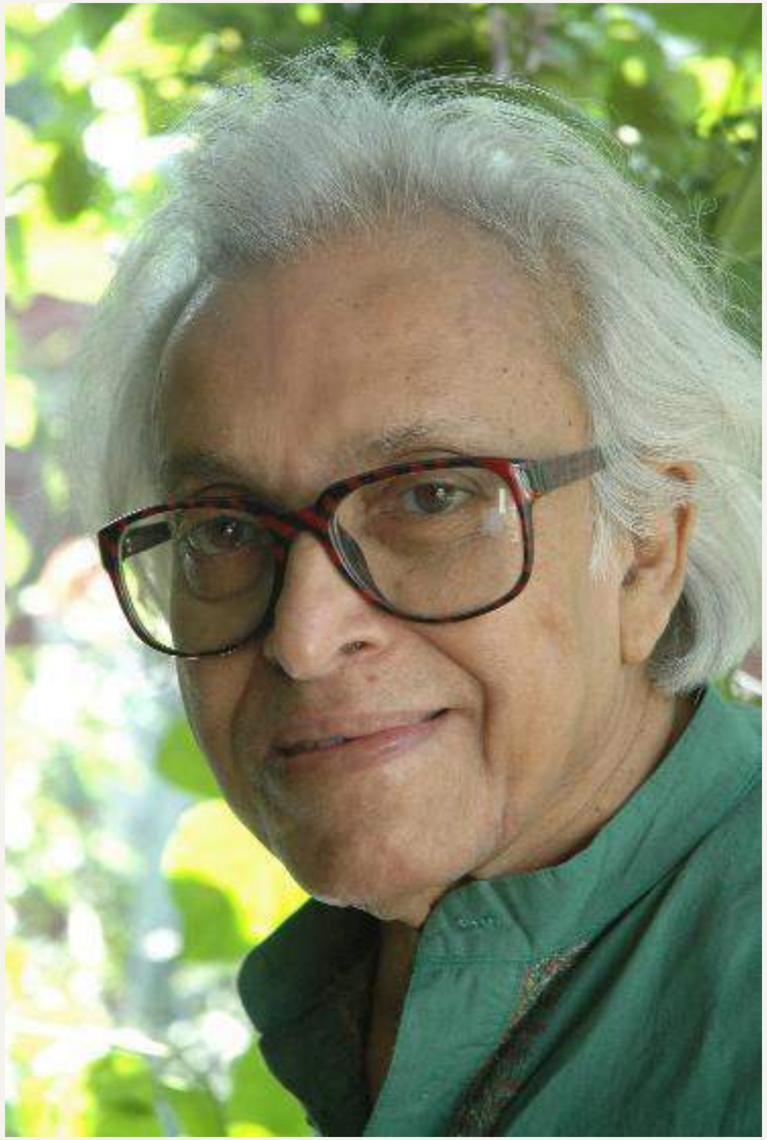

তিনি রোমান্টিকতার সাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ

ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারায় জন্ম দিয়েছেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও

পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ

সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক

বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি নাগরিক কবি হিসেবে খ্যাত

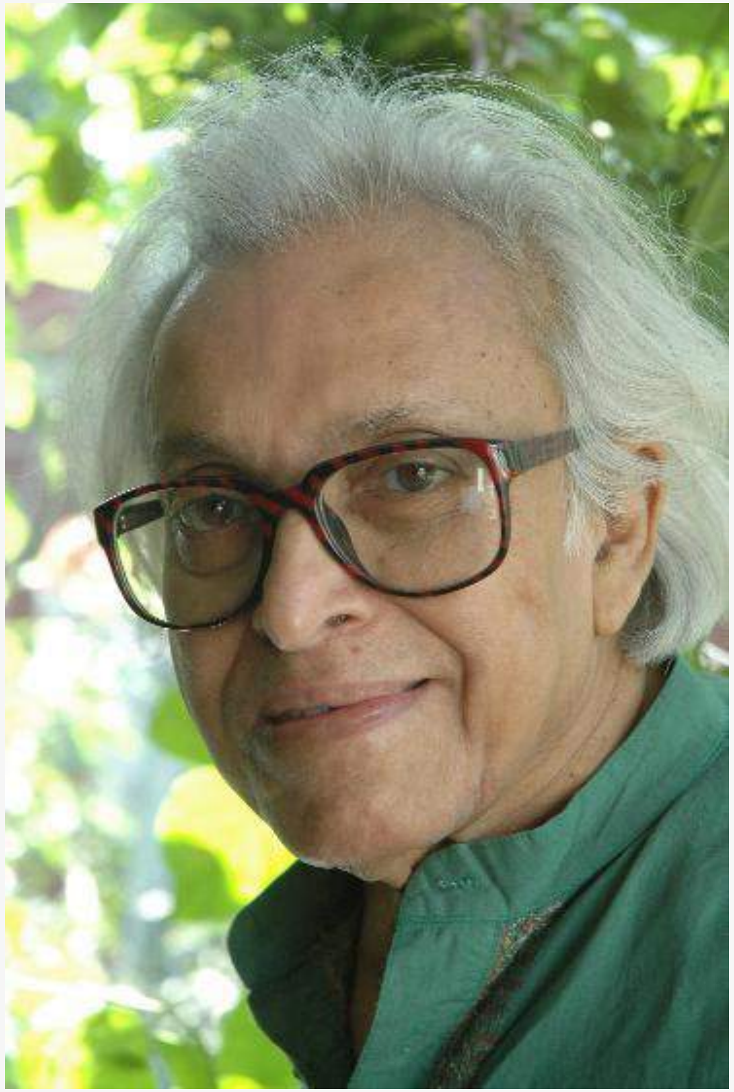

শামসুর রাহমানের ছদ্মনাম

মৈনাক

সিন্দাবাদ

চক্ষুষ্মান

লিপিকার

নেপথ্যে

জনান্তিকে

এসব ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন।

মজলুম আদিব

দেশ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার দেশ পত্রিকায় মজলুম আদিব ছদ্মনামে লিখতেন।

৬৫ কাব্যগ্রন্থ

বন্দী শিবির থেকে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

রৌদ্র করোটিতে

বিধ্বস্ত নিলীমা

নিরালোকে দিব্যরথ

নিজ বাসভূমে

দুঃসময়ে মুখোমুখি

প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

বন্দী শিবির থেকে

- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ‘মজলুম আদিব’ ছদ্মনামে ‘বন্দী শিবিরথেকে’ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার খ্যাতি ও পরিচিতি একাব্যের মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।
- এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ সময়ে রচিত।
- এর প্রতিটি কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতিউৎসর্গ করা হয়।
- এ গ্রন্থের ৩৮টি কবিতার মধ্যে
উল্লেখযোগ্য হলো: ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা',
‘স্বাধীনতা তুমি’ ইত্যাদি।

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'

- 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'(১৯৭৭): ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপথগামী কিছু সৈনিকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলে শামসুর রাহমান অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যাশায় দেশিয় রূপকথা ও পুরাণকাহিনীর মিথের সংমিশ্রণে এবং চিত্রকল্পের ঔজ্জ্বল্যে তিনি রচনা করেন এ কাব্যের কবিতাগুলো।

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

- 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ" (১৯৮২): ১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনে দেশ ও জনগণের চরম অবস্থার প্রতিফলন আছে এ কাব্যে।

উপন্যাস

অক্টোপাস

অ্দভুত আঁধার এক

নিয়ত মন্তাজ

বিখ্যাত কবিতা

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

আসাদের শার্ট

স্বাধীনতা তুমি ও তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

- ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’: ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন। এ ঘটনার ফলে শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

- ‘আসাদের শার্ট’: ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে লাঠিতে শহিদ আসাদের শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে আলোড়িত শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

হাসান আজিজুল হক

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ – ১৫ নভেম্বর ২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অত্যন্ত শক্তিমান লেখক।

উপন্যাস

- আগুনপাখি (২০০৬)
- সাবিত্রী উপাখ্যান
- শামুক

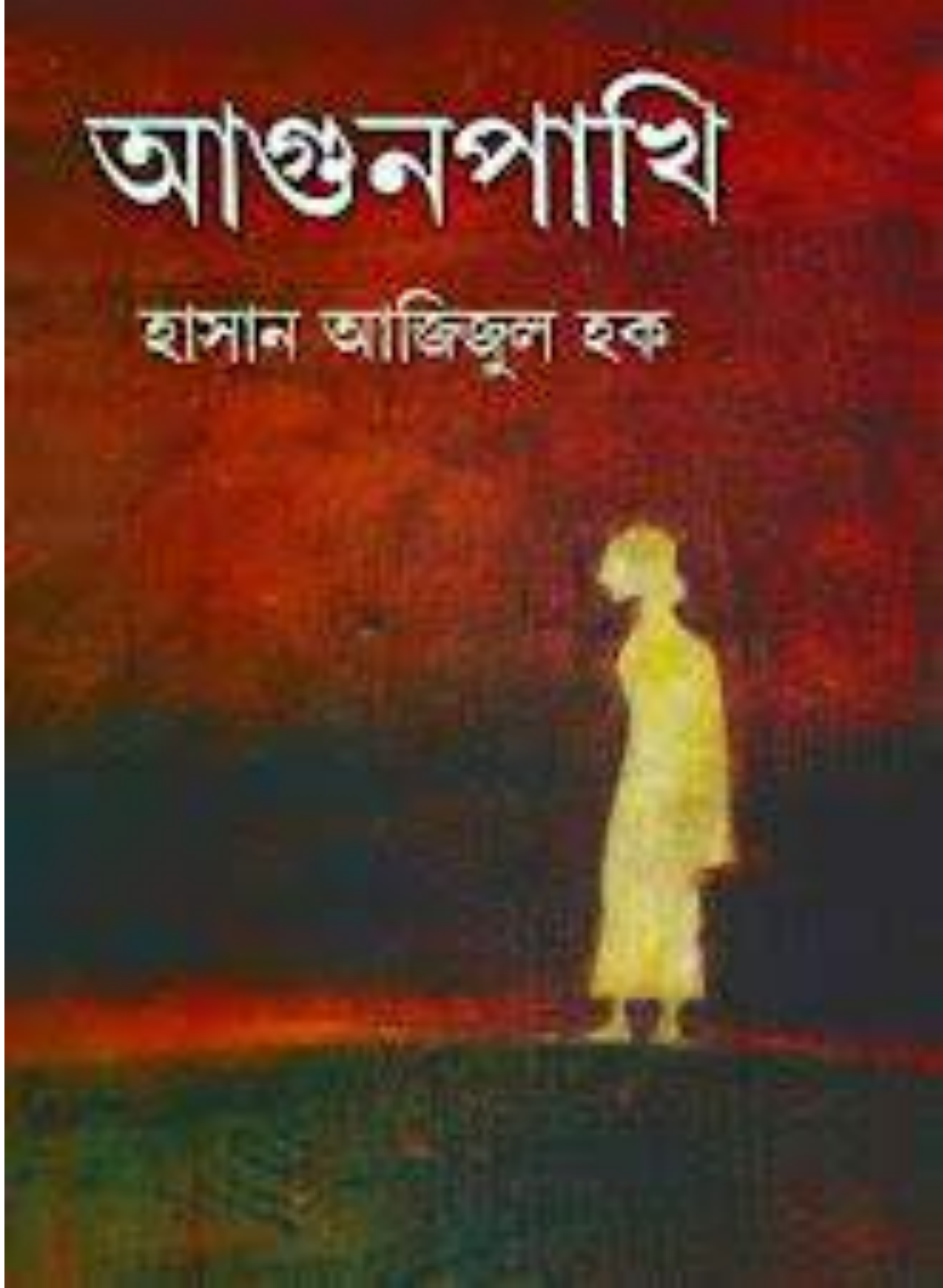

হাসান আজিজুল হক (গল্পগ্রন্থ)

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪)

আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭)

জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)

নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)

পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১)

নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭)

আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮)

রাঢ়বঙ্গের গল্প (১৯৯১)

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

- দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য, উত্তেজক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থ।

নামহীন গোত্রহীন

এ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।

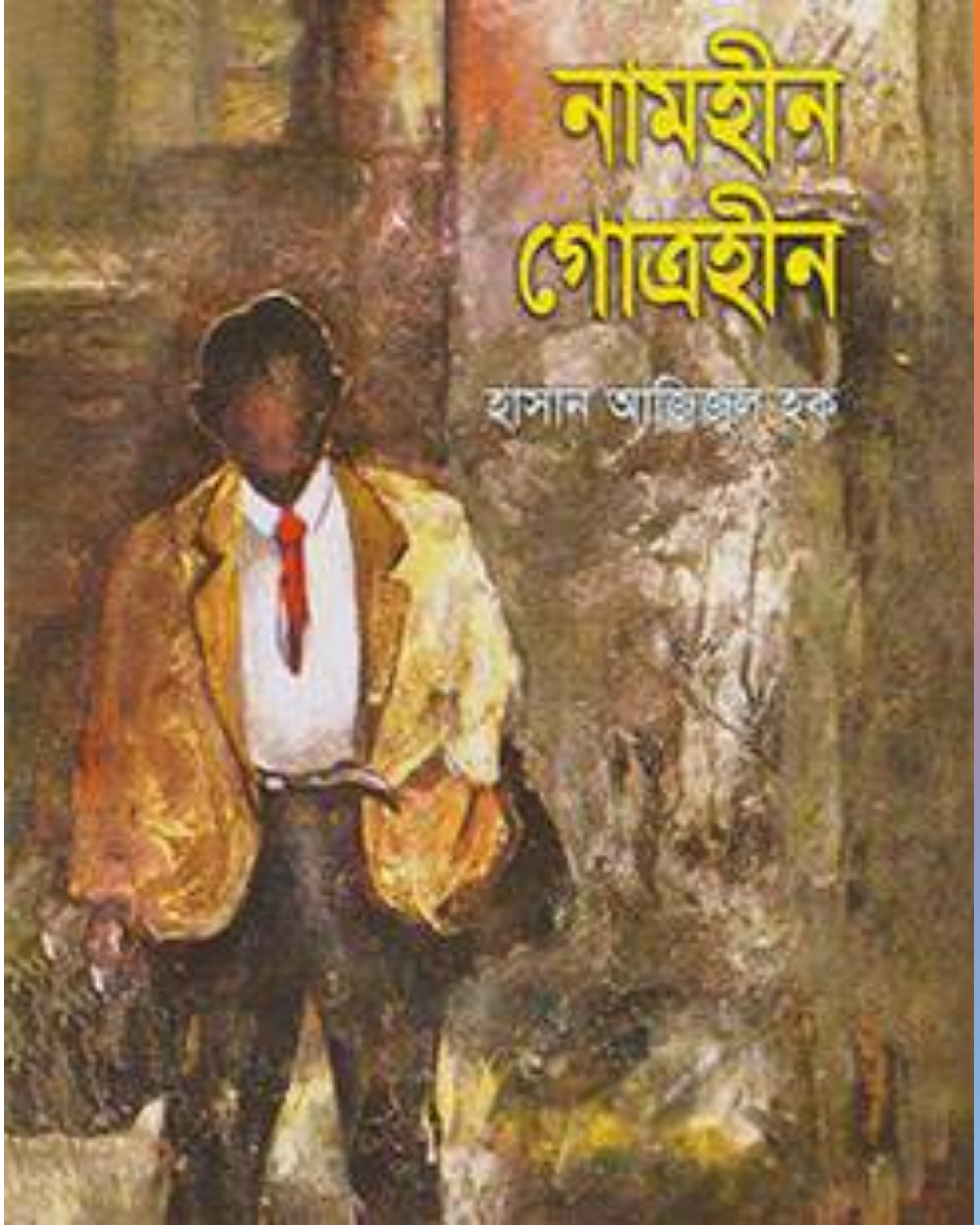

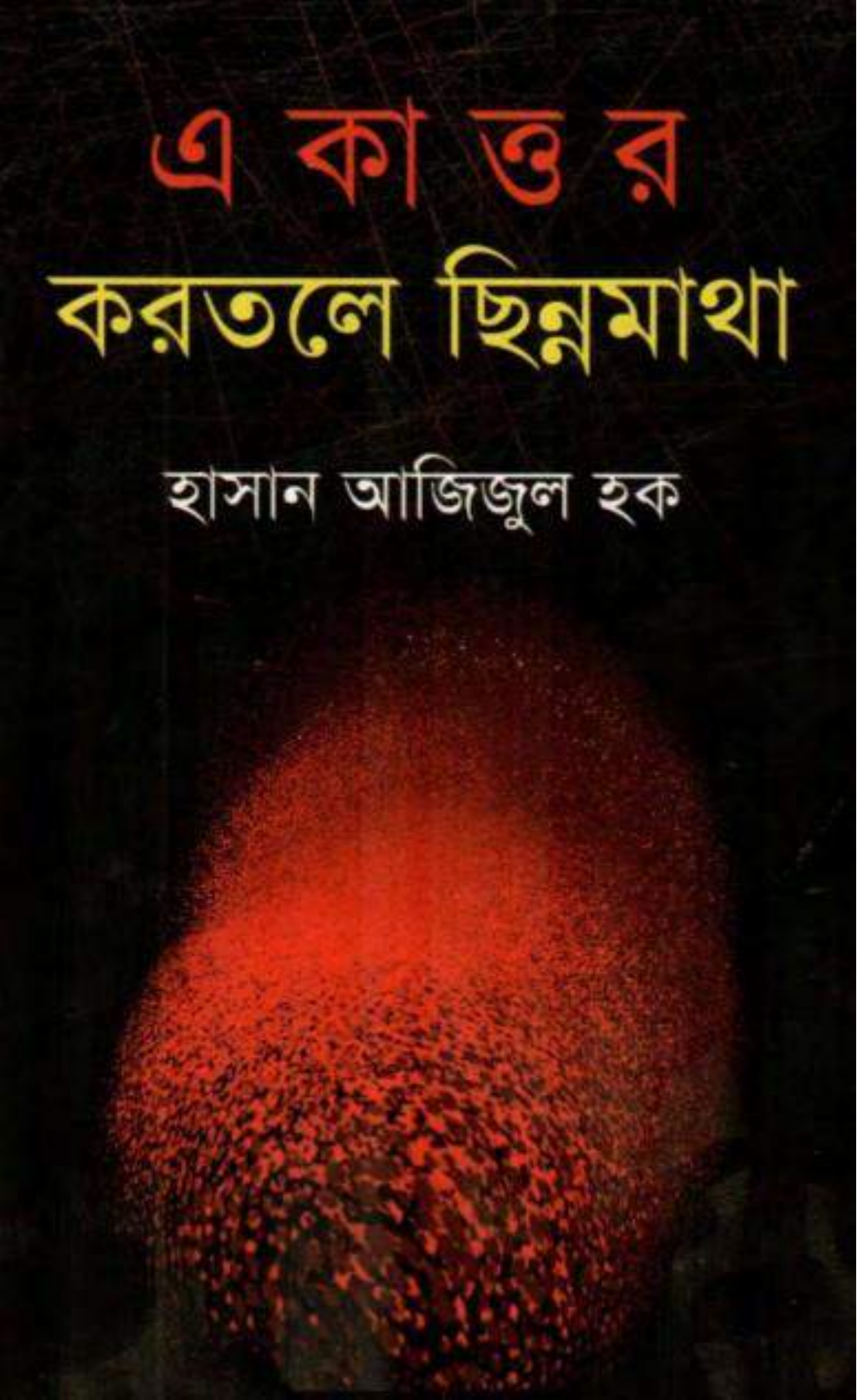

প্রবন্ধ

- একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা (২০০৫)

আহসান হাবীব

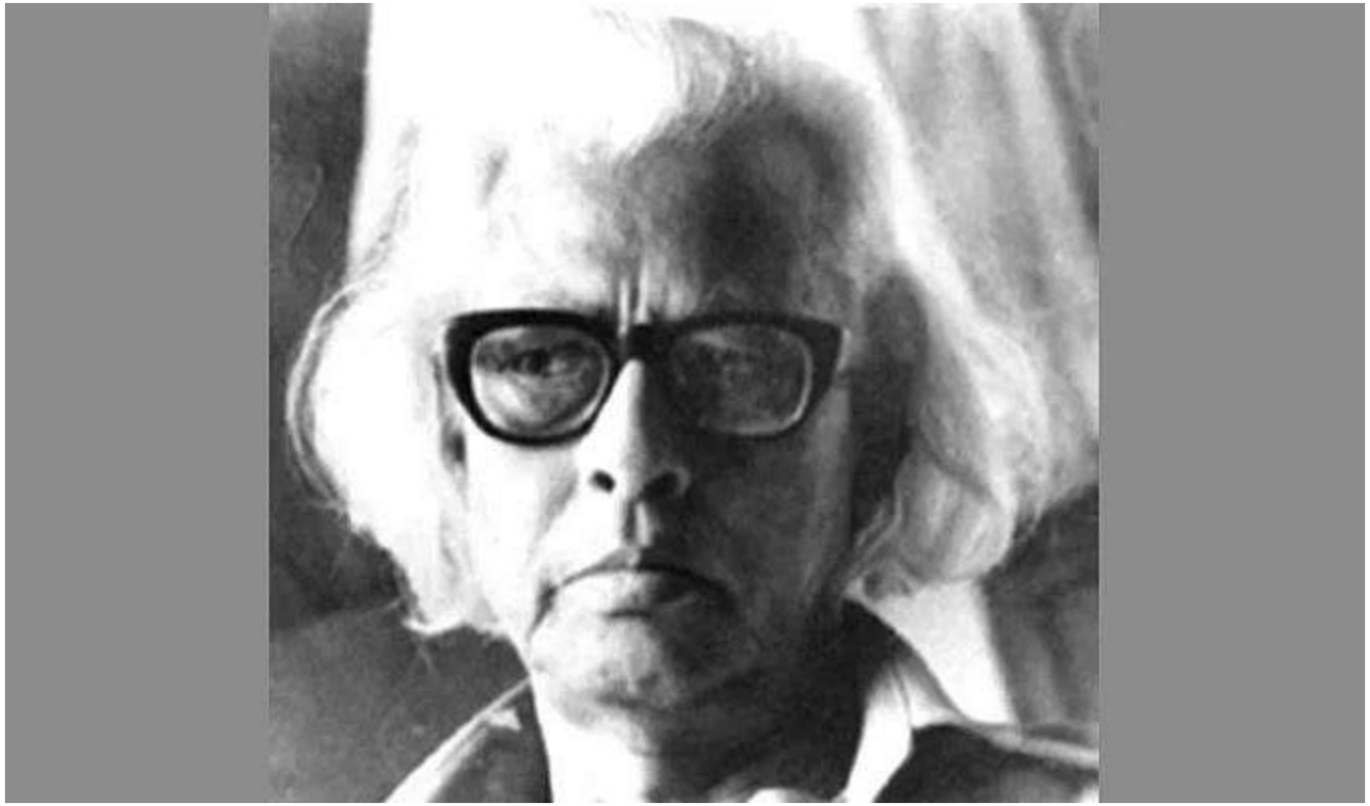

দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক

কাব্যগ্রন্থ

- রাত্রিশেষ (১ম)
- ছায়াহরিণ
- সারা দুপুর (এটি আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)
- আশায় বসতি
- মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
- দু'হাতে দুই আদিম পাথর
- বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

উপন্যাস

রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)

আরণ্য নীলিমা (১৯৬২)

জাফরানী রং পায়রা

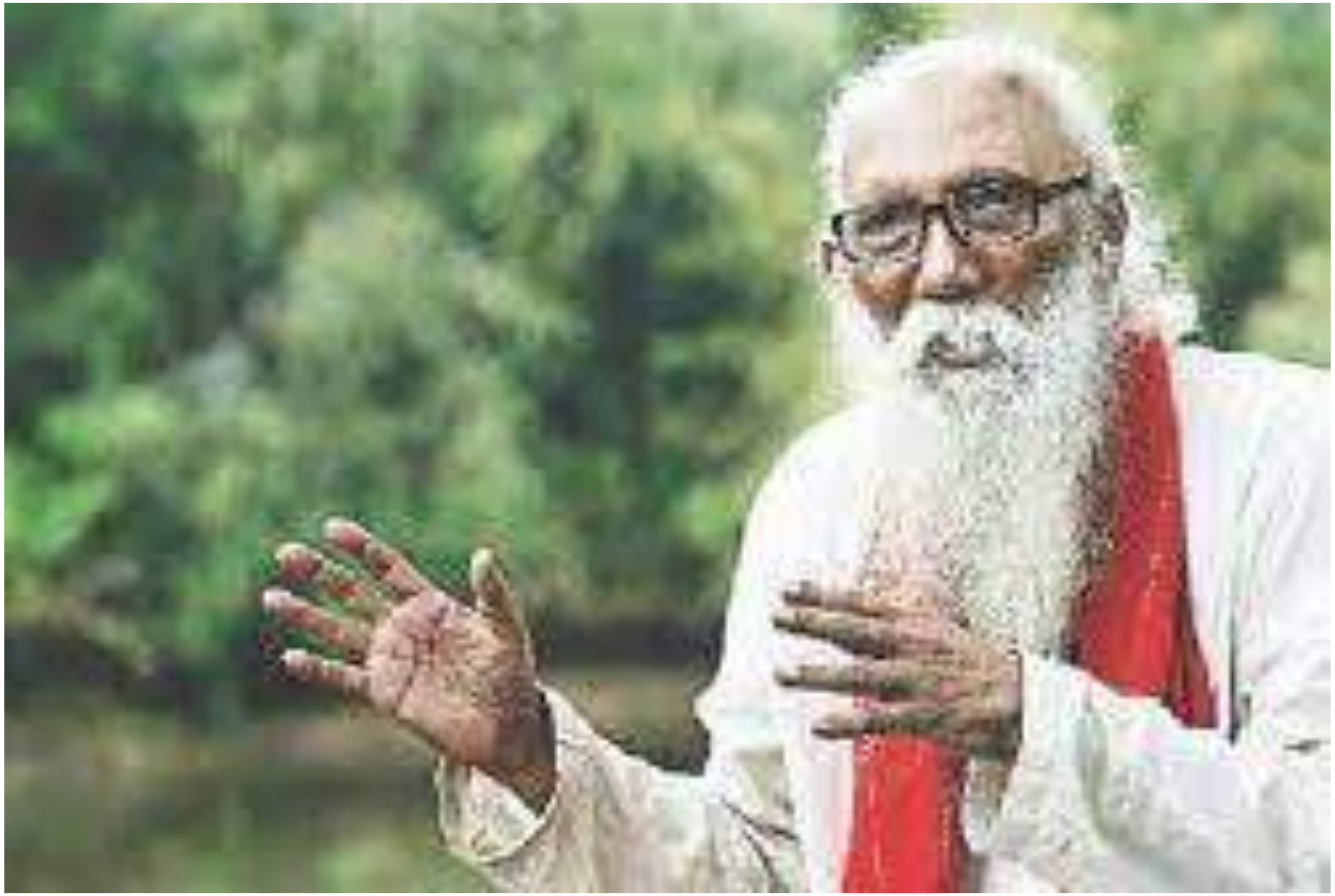

নির্মলেন্দু গুণ
১৯৪৫-

নির্মলেন্দু গুণ

- বাংলাদেশের কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ ২১ জুন, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- নিজ গ্রাম কাশবনে 'বিদ্যানিকেতন" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- নারীপ্রেম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণি-সংগ্রাম, স্বৈরাচার বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু।

কবিদের কবি

- কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কবিতা রচনা শুরু করেন। পরের দশকেই তাঁর কবিতা এতটাই প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে যে, **তরুণরা তাঁর কবিতা পড়েই কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। বাংলাদেশে আর কোনো কবি অনুজ কবিদের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।** সত্তর দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি নির্মলেন্দু গুণ এর প্রভাবেই কবি হয়েছেন। **তাই তাঁকে কবিদের কবি বলা হয়।**

কাব্যগ্রন্থ

মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা

প্রেমাংশুর রক্ত চাই (প্রথম প্রকাশিত)

না প্রেমিক না বিপ্লবী

বিখ্যাত কবিতা

হুলিয়া

স্বাধীনতা, এই শব্দটি

কীভাবে আমাদের হলো।